ভক্তি-অর্ঘ্য

শ্রীশ্রীযোগমায়া-বিজয়কৃষ্ণের
চরণ-কমলে

সেবক—
তারকচন্দ্র ঘোষ

গীত-মঞ্জরী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

১

চরণ-ধুলা হয়ে ওঠরে আমার মন
এ-জীবন নিশার স্বপন ॥

থাকবে না কোন ভাবনা,
বাজবে না কোন বেদনা,
কি হবে রে তুচ্ছ ধনজন ॥

যাক্‌না ঘুচে সকল অভিমান,
চরণ রাগে রাঙাবো হিয়াখান।
থাকবো ডুবে চোখের জলে,
থাকবো তাঁর নামের তলে,
চিত্ত হবে পুলক মগন ॥

২

বুকে বাজে কাজ-ভুলানো সুর,
রাঙা-চরণ আর কত দূর ॥

পাব ক'বে দাও অলি-গলি,
ফুটবে নাকি কুসুম-কলি,
ভেঙে গেছে বিজন মায়াপুর
রাঙা-চরণ আর কত দূর ॥

ভয় কিসে মোর নিশীথ-আঁধারে,
চোখের আলোয় চিনব তাঁহারে।
বাঁশিতে বাজে ছুটির রাগিণী,
রয়েছি জেগে গভীর যামিনী,
ওগো নিঠুর, ওগো মধুর,
রাঙা-চরণ আর কত দূর ॥

৩

অন্ধকারে হারিয়ে-যাওয়া সেইতো তুমি আমার,
ছাড়বো না আর রাঙা-চরণ, নমি বারম্বার ॥

তুমি আমার নিত্যকালের বসন্তের হাওয়া,
চরণ-তলে জড়িয়ে-থাকা সকল চাওয়া-পাওয়া,
ধুলায় ঢেকে রাখো আমার সুখের পারাবার ॥

নেইকো কোন লাভের আশা,
প্রাণ শুধু চায় ভালবাসা।
জগৎ ব্যেপে ঝরে করুণাধারা,
ব্যাকুল প্রাণে দেবে কখন্ সাড়া,
আপন-হাতে পরিয়ে দেবে মিলন-মণিহার ॥

৪

নাইবা দিলে দেখা মোরে নয়ন-বন্ধনে,
মহাক্ষণে আসতে হবে হৃদয়-অঙ্গনে ॥

দাঁড়িয়ে থাকো নিশার আঁধারে,
আসো-না কেন আমার দুয়ারে,
নাইবা দিলে সাড়া মোরে আকুল ক্রন্দনে,
মহাক্ষণে আসতে হবে হৃদয়-অঙ্গনে ॥

তুমি আছো তাইতো আমি আছি,
তুমি বিনে কেমনে আমি বাঁচি।
শমন মরে লাজে তোমার দরশনে,
মোর চেতন জাগে চরণ-পরশনে,
পাদপদ্ম পূজি সদা ফুল-চন্দনে
মহাক্ষণে আসতে হবে হৃদয়-অঙ্গনে ॥

৫

বুকে আমার দুখের ডমরু বাজে,
কোথায় আজি হৃদয়-রাজ রাজে ॥

অন্ধকারে যেতে হবে একা,
ললাট-দেশে কি যে আছে লেখা,
বিদায়-বাঁশি বাজে সকল কাজে ॥

সুরটি সেধে চলবো আমি সুদূর আঁধারে,
গ্রহতারা থাকবে জেগে পথের দুয়ারে।
চলার পথে নাইবা দিলে দেখা,
প্রাণে সদা জ্বলে জ্যোতি-রেখা,
ঝরাবে হাসি হৃদি-পদ্ম মাঝে ॥

৬

আশা-ডোরে বাঁধা আমি
হলেম চরণ-ছাড়া,
দুখের দিনে বুঝি, স্বামী,
দেবেনা মোরে সাড়া ॥

জীবনভর যতই করো হেলা,
চোখের জলে যতই করি খেলা,
দ্বারদেশে এসে শেষে
শিকলে দেবে নাড়া ॥

আমায় ভুলে যদি থাকো
লক্ষ যোজন দূরে,
চরম-দিনে দেবে তুমি
আমার হিয়াপুরে।

আমার আমি নেবে তখন কাড়ি,
বাঁধন খুলে হঠাৎ দেবে ছাড়ি,
সিন্ধুপারে দেবে পাড়ি
আমার আঁখিতারা ॥

৭

বাঁধন খুলে চরণে টেনে লবে,
সে শুভদিন হবে আমার কবে ॥

সাধন-ভজন নেইকো আমার কিছু,
তবু কেন আসো আমার পিছু পিছু,
করুণাধারা ঝরবে ভুবন-ভবে,
সে শুভদিন হবে আমার কবে ॥

বুকে বাজে আমার বেদনা,
সদা ভাবো আমার ভাবনা।
চোখের জলে ধোব রাঙা-চরণ দুটি,
আমার-আমি টুটি দেবে তখন ছুটি,
তোমার সাথে মহামিলন হবে,
সে শুভদিন হবে আমার কবে ॥

৮

সুর দিয়েছো প্রাণের বাঁশিতে,
মন ভরেছে মধুর হাসিতে ॥
জানি, ব্যথার আগুন জ্বলবে যত,
তোমার করুণাধারা ঝরবে তত,

বেঁধেছো মোরে প্রেমের ফাঁসিতে,
সুর দিয়েছো প্রাণের বাঁশিতে ॥

ওগো, ব্যথা-আগুন জ্বেলে ছড়াও ভবের সুখে,
সেইতো হবে পরম সুখ সইবো হাসিমুখে।
দিবানিশি গাইবো গুণগান,
সেই সুরেতে মাতবে দেহ-প্রাণ,
আসিবে আলো আঁধার নাশিতে,
সুর দিয়েছো প্রাণের বাঁশিতে ॥

৯

মাথার বোঝা নামিয়ে দিয়ে
চলবো কেবল, প্রভু, তোমার পথ-পানে।
পরানখানা ভরিয়ে নেব
তোমার গানে, প্রভু, তোমার গানে গানে ॥

মাথা আমার করবো নত কোমল চরণে,
চিত্তে আমি থাকবো জেগে মননে-স্মরণে।
দিন-রজনী কাটিয়ে দেব
তোমার ধ্যানে, প্রভু, তোমার ধ্যানে ধ্যানে ॥

আলোধারা দেবে মোরে ছেয়ে,
ভবনদী যাবো আমি বেয়ে।
বেলাশেষে আসবে মোহন-বেশে,
ধরা দেবে মোর হৃদয়-দেশে।
বাজবে তখন ভুবন-বাঁশি
আমার প্রাণে, প্রভু, আমার প্রাণে প্রাণে ॥

১০

তোমার সাথে মিলবো ব'লে মন হয়েছে পাখি,
একই ডালে বসবো মোরা হরষে মাখামাখি ॥

প্রাণে লেগেছে সিন্ধুপারের হাওয়া,
চরণ পানে করবো আমি ধাওয়া,
মোহন-বাঁশি নীরব সুরে করছে ডাকাডাকি ॥

অন্ধকারে দেবে তুমি চেনা,
পদতলে থাকবো চির-কেনা।
ঐ বুঝি এলো মিলনবেলা রে,
ভাঙল তবে ভবের খেলা রে—
বাঁধন টুটে, চলবো ছুটে, বাঁধবো প্রাণে রাখী ॥

১১

বসন্ত এসেছে দ্বারে, চলবো তোমার পথে
ঝরা-দিনে চিত্তবীণা বাজবে আপনা হতে ॥

বসন্তের ফলে-ফুলে তোমার আনাগোনা,
নিদাঘের তপ্ত-বায়ে হয় না জানাশোনা।
ঋতুরাজ কেঁদে বেড়ায় অরণ্যে-পর্বতে ॥

তোমার দীপ জ্বলে ভালো সোনার মন্দিরে,
ভাঙা-দেউল যায় যে ছেয়ে আঁধার-গভীরে।
পলে পলে মহাকাল আসে গরাসে,
থর থর দেহ-প্রাণ কাঁপে তরাসে,
প্রিয়জনে তুলে লবে তব সোনার রথে ॥

১২

অবেলাতে কে দিল রে সাড়া,
ওরে, তোরা বাইরে এসে দাঁড়া॥

আছিস কেন সুখের আশা লয়ে,
খেয়া-পারের সময় গেল বয়ে,
দে রে তোরা, দুয়ারে দে নাড়া॥

মেঘের সুধা পড়ছে ঝরঝরি,
আঁজলা খানা নেনা এবার ভরি।
ঐ খানেতে তোরই হৃদয়বাসী,
ছুটির সুরে বাজায় প্রেমের বাঁশি,
কাজের মাঝে সেথায় পাবি ছাড়া

১৩

সুখের আশে ঘুরে বেড়াই কতই ছলে যে,
নীরব করে রাখো মোরে চরণ-তলে হে॥
কান্না-হাসির সাগর-কূলে,
কতশত ঢেউ উঠেছে দুলে,
কখন্ বাঁচি কখন্ মরি তুফান চলে যে,
নীরব করে রাখো মোরে চরণ-তলে হে॥
থামাও আমার চরণ-ভুলা গান,
বাজাও তোমার নব-উষার তান।
এই-যে আজি ভরা-শ্রাবণ রাতে,
ঘরের চাবি দিলেম তব হাতে,
হৃদয়-নাথ ব্যথার মালা পরবে গলে যে,
নীরব করে রাখো মোরে চরণ-তলে হে॥

১৪

জড়মন জড়াও কেন ধনমান-জালে,
দ্বারদেশে মহাকাল নাচে তালে তালে॥

ভোলা-মনের ঘোমটা খুলে,
এসো হে প্রভু, আঁধার-কূলে,
তারা-দীপ জ্বেলে দিয়ো নীল নভ-ভালে॥

চরণ পানে যাক-না ধেয়ে আমার আঁখিতারা,
তোমার মাঝে হারিয়ে যাক সকল আশা-ধারা।
বাঁধা আমি বাসনার ডোরে,
ঝরঝর আঁখি-ধারা ঝরে,
খ্যাপা হাওয়া লাগে যেন খেয়াতরীর পালে॥

১৫

অন্ধকারে চলেছো কেন আগে,
পরানখানি চরণ-ধূলি মাগে॥

তোমায় ভুলে যখন নামি শোকসাগর-কূলে,
পলক-হারা নয়নে আসো মনের দ্বার খুলে,
চিতে তখন মাধুরী কত জাগে॥

ভোগ-সুখে যদি ভুলি তোমায় নমিতে,
ছলছল চোখে আসো আমায় ক্ষমিতে।
এসো হে, জীবন-রথের সজাগ সারথি,
এবার শুনবো তোমার ভাবের ভারতী,
রাঙিয়ে দিয়ো তব চরণ-রাগে॥

১৬

একটি নিমিষে, প্রভু,
একটি নিমিষে,
জীবন যেন পূর্ণ হয়
তোমার আশিসে॥

মোর হৃদয় যেন নম্র নত,
ফোটে শিশির-ভেজা ফুলের মত,
একটি নিমিষে, প্রভু,
একটি নিমিষে,
দোলাও মোরে যেমন দোলাও
শ্যামল শিরীষে॥

যাকনা থেমে বাদল-রাতের গান,
উঠুক নেচে প্রেমের মধুর তান,
একটি নিমিষে, প্রভু,
একটি নিমিষে,
রাঙা ধুলায় যেন আমার
দেহমন মিশে॥

১৭

ওগো হঠাৎ-দেখা বন্ধু,
কেন যে এলে ব্যথা-নদীর কূলে।
বাদলা-বায়ে নূপুর-পায়ে,
কেন-যে এলে কারাদ্বার খুলে॥

দেবার মতো নেইকো কোন
ফুলভরা সাজি,

গন্ধভরা ধূপ তো আমি
দিইনি জ্বেলে আজি,
ওগো হঠাৎ-দেখা বন্ধু,
কেন-যে এলে ঊর্ধ্বে বাহু তুলে॥

ভুলে গেছি তোমায় ডাকিতে,
এলে কেন ছায়ায় ঢাকিতে।

অন্ধকারে আছি বলে,
বুঝি পরান যায় গলে,
ওগো হঠাৎ-দেখা বন্ধু,
কেন-যে এলে ব্যাকুল এলোচুলে ॥

১৮

তোমার আঘাত মর্মে আমার জাগিয়ে তোলে প্রাণ,
জানি হে জানি, শেষের দিনে করবে আমায় ত্রাণ॥

তোমার বীণা বাজায় বুঝি নীলাকাশের বাণী,
প্রাণের ঘরে ঝরাও কেন বিমল-আলোখানি,
হৃদয়-কোণে জানিনা কেন আঁধার হ'ল ম্লান॥

ভুবন বাঁশি ওঠে বাজি,
বুঝি ছুটির সুরে আজি।
ভব-দ্বারে আসবে যখন ছুটে,
চিত্ত-কমল উঠবে তখন ফুটে,
শিউরে দিয়ে প্রতি শ্বাসে নেবে মধুর ঘ্রাণ॥

১৯

আমার 'আমি' ধুয়ে দিয়ে রাখো তব দ্বারে,
ঢেউয়ের খেলা যাক্‌না থেমে ভব-পারাবারে ॥

সুখের আশা বুকে লয়ে,
সদাই থাকি ভয়ে ভয়ে,
চমকে দিয়ে দাঁড়াও এসে অশ্রু-বারিধারে ॥

আলোর কুসুম উঠবে ফুটে,
প্রাণের নিবিড় আঁধার টুটে।
দোলা দেবে ফাগুন ফলে-ফুলে
বাঁধবে মোরে রাঙা-চরণমূলে
গোপন পথে নিয়ে যাবে দুঃখ-নদীপারে ॥

২০

নকল নিয়ে আসল দিলি ছাড়ি,
মাথার বোঝা করলি কেন ভারী ?
কূল পাবি না অকূল তলে রে,
ডুববি এবার চোখের জলে রে,
ভব-সাগর কেমনে দিবি পাড়ি ॥

সোনার হরিণ ধরতে গিয়ে পড়লি যে রে ফাঁদে,
কায়া ছেড়ে ছায়ার তরে পরান বুঝি কাঁদে ॥

একবার দেখনা নয়ন তুলে,
শুকতারা যে আছে গগন কূলে,
তারার দীপ জ্বলছে সারি সারি ॥

২১

ওঠরে সবাই, জাগরে সবাই,
শিশির-ধোয়া মলয়-বাতাসে,
অরুণ-রাঙা পালটি তুলে
সোনার তরী ভাসে আকাশে ॥

আঁধার কাঁপে থর থর,
হৃদয় আজি ভর ভর,
বাঁধন ছিঁড়ে আয়রে সবাই
মরিস কেন মলিন হতাশে ॥

ঘুচিয়ে দেরে সকল ভয়,
মরণ মাঝে হবেই জয়।

বাজে বাঁশি বিদায়-সুরে,
থাকিস্ কেন ঘুমের পুরে?
নয়ন মেলে দেখরে সবাই
কুসুম হাসে কিসের সুবাসে ॥

২২

ভবের নাটে হলোনা যে গো সুখের সুর সাধা,
গভীর-রবে মোহনবাঁশি ডাকছে রাধা-রাধা ॥

নাচতে জানিনা তবু নাচাও কত ছলে,
প্রলয়-মাঝে কেন ভাসাও আঁখিজলে?
বিশ্ব-জুড়ে বুঝি তোমার মায়ার ফাঁদ ফাঁদা ॥

মনোমাঝে মিছে আগুন জ্বালো,
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।

উছল যমুনা ডাকছে কলকল,
রূপের আলোকে ভুবন ঝলমল,
চোখের কোণে চপল-হাসি প্রাণে লাগায় ধাঁধাঁ॥

২৩

বেলা যে গেল চলে গানের গুঞ্জনে,
এবার ডাকো মোরে প্রেমের প্রাঙ্গনে॥

ভ্রমর-মন ঘুরে বেড়ায় ফলে ফুলে গো,
ঘোমটা খুলে এসো এবার মেঘের কূলে গো,
কমল যেন ফোটে আলোর চুম্বনে॥

ঋণের বোঝা জমছে দিনে দিনে,
বাদল-হাওয়া লাগে হৃদয়-বীণে।

পরান-প্রদীপ নিবছে বারে বারে,
থাকবো কেমনে আঁধার-পারাবারে,
হঠাৎ এসে বাঁধো চরণ-বন্ধনে॥

২৪

আয়রে নিয়ে একতারাটা বাঁধবো প্রেম-গান,
দিল বাহারে স্বরটি তুলে করবো সুধা পান॥

ভোগের ঘরে তুফান তুলে
লুটে যাবে চরণ-মূলে,
স্বরলিপি মিলিয়ে নেনা যায় যদি যাক্ প্রাণ॥

আগুন জ্বেলে রইবো পথ-পাশে,
গহন-রাতে নিত্য যেথা আসে।

থাকবো জেগে গানের গভীর সুরে,
কখন সে যে আসবে হৃদয়-পুরে,
প্রাণ-সাগরে আনবে ডেকে আনন্দেরি বান ॥

২৫

রাঙিয়ে গেল রাঙা-চরণ রাগে,
বাজরে বাঁশি বাজ এই পরান-পরাগে ॥

দখিন-বায়ু উঠল মেতে হৃদয়-কাননে,
থাকিস নে আর ঘুমের কোলে মধুর স্বপনে,
ওঠরে ফুটে ওঠ ঐ ফুল্ল সোহাগে ॥

মৌমাছিরা বাজায় বীণা কাজ-ভুলানো সুরে,
গুঞ্জরণে মাতল কেরে কুঞ্জবন জুড়ে।
এলো বুঝি দূর-আকাশের পাখি,
হিয়া-দ্বারে মেলিল তাঁরই আঁখি,
কররে বরণ কর আজ নব-অনুরাগে ॥

২৬

আঁধার-তটে দাঁড়িয়ে কে গো আমার পানে চেয়ে,
অকূল নীরে জীর্ণ তরী যায় যে কোথা বেয়ে ॥
ধীরে ধীরে বাড়ছে বেলা,
ভাঙবে বুঝি মধুর খেলা,
নিকষ-কালো নীরদ-মালা আকাশ দিল ছেয়ে ॥

ঘূর্ণি-ঝড়ে জীবনতরী করছে টলমল,
স্নিগ্ধ আঁখি অন্ধকারে করছে ছলছল।

দিবানিশি গেছে মিছে প্রাণের পুলকে,
কারে ভুলে ছিলেম মেতে উষার আলোকে,
বেদন ভরা বাতাস নাচে শেষের গান গেয়ে॥

২৭

আধেক বয়ান ঢাকলে কেন সোনার আঁচল টানি
দিনের শেষে ডাকল কেন তোমার যুগল পাণি॥

আছি সুখে ফুল-শয়নে,
বারি ঝরে নীল-নয়নে,
বীণার তারে বাজল কেন তোমার নিষেধ বাণী॥

মিছে মোরে ডাকো কেন তব দ্বার-পাশে,
বুকের 'পরে উষার আলো বাজে কিসের আশে।
হৃদয়-কুসুম ফুটল আহা রে,
বুঝি চেয়ে ছিলে প্রাণের আঁধারে,
মানস-বনে দোলাও কেন রাতুল চরণখানি॥

২৮

উড়িয়ে দেব পুড়িয়ে দেব সকল বাসনা,
দুখের ডাঙায় সুখের আশায় কিছুই চাব না॥

রইবো খুশী আপন প্রাণে,
বাইবো তরী তোমার পানে,
হোক সে কঠিন করবো আমি চরণ-সাধনা॥

হৃদয়খানা আসন করে রাখবো পেতে ভুঁয়ে,
চোখের জলে ভেজা-কমল দেবে তখন ছুঁয়ে।

গহন-কূলে গোপনে তুমি আসি,
তোমারি সুরে বাজাবে প্রাণের বাঁশি,
এক নিমিষে পড়বে ঝরে সকল ভাবনা ॥

২৯

কেন লুকিয়ে আসো আঁধার-ঘেরা রাতে,
আমার দ্বার-দেশে মিলন-মালা হাতে ॥

ছিলেম দখিন-বায়ে মেতে,
দিইনি আসনখানা পেতে,
নীরবে চেয়েছিলে হৃদয়-নিরালাতে ॥

বাজিয়ে গেলে বীণাখানি,
কখন্ তা কি আমি জানি।

ভাঙল না যে মধুর-মেলা,
ঘনিয়ে এলো নিশীথ-বেলা,
ব্যাথার বাঁশি বাজে মুকুল-ঝরা প্রাতে ॥

৩০

এই যে আমার হৃদয় আজি
রঙীন আশা ভরা,
এইখানে নাকি সাজায় সাজি
ফুল্ল শ্যামল ধরা।

বাহির পানে ছুটি নানান ছলে,
কাঁটার মালা পরি আপন গলে,

ব্যথার বাঁশি উঠিল বাজি
বাতাস আকুল-করা ॥

চোখের কোণে যায়না যাঁরে দেখা,
এইখানে তাঁর নামটি আছে লেখা।

পরান-বাতি জ্বেলে,
জাগরে আঁখি মেলে,
আসিবে ত্বরা জীবন-মাঝি
ধেয়ানে রূপ ধরা ॥

৩১

আপনমনে বাজাও বীণা ভরা-বরষার তানে,
এবার বুঝি ডাকবে মোরে তব চরণ-বিতানে ॥

বুকের 'পরে ধরব তোমার চরণ জড়ায়ে,
ওগো নিঠুর ভুলেও যেন নিয়ো না সরায়ে,
হাতটি ধরে টানো আমায় দীর্ঘ পথের পানে ॥

ভুলে কেন দোলাও মোরে দোদুল তিমিরে,
উষার আলো ছড়াও তবে হৃদয়-গভীরে।

মানস-মন্দিরে এসো হে ঠমকি
আলোকে পুলকে উঠুক ঝলকি,
আগমনী গান শোনাও বেদনা-বিধুর প্রাণে ॥

৩২

আয়রে আমার গানের পাখি আয়,
গানের সুরে চমকে ওঠে কায় ॥

জাগল বুঝি নবীন ক্ষীণ আশা,
বাঁধবি প্রাণে অরুণ-রাঙা বাসা,
সরমে আজি লুকিয়ে কোথা হায়॥

কে মুছাবে জলভরা আঁখি,
সাঁঝের তারা গেল মোরে ডাকি।

মন যে আমার লাগে না কোন কাজে,
আয়রে এবার হৃদয়-নীড় মাঝে,
নয়ন-জোড়া দূরের পানে চায়॥

৩৩

এক হাতে করবো লড়াই
এইতো আমার পণ,
আর-হাতে ধরবো ক'ষে
রাঙা দুটি চরণ॥

যাব যখন তোমার পানে ধেয়ে,
আরাম ছেড়ে বিরাম-গান গেয়ে,
দু-হাতে চরণ-পূজার
করবো আয়োজন॥

সেই তো হবে আপন-ঘর হৃদয়-নিরালাতে,
আমার সাথে করবে লীলা শ্রাবণ-ঘন রাতে।

চরণ-তলে মাথা করি নিচু,
তোমার কাছে চাই না যেন কিছু,
কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা নয়
জানে না ভোলা মন॥

৩৪

থামিয়ে দেরে কচি পাতার গান,
বাহিরে কোথা ডাকছে উতল বান॥

দুয়ার খুলে দেরে ধরা,
সেইতো তোর বাঁচা-মরা,
ঘুচিয়ে দে না তুচ্ছ ধন-মান॥

কে যেন তাকায় কান্না-হাসি-শোকে,
বদ্ধ-ঘরে তন্দ্রাহারা চোখে,
থাকিস কেন রঙীন নেশায় মাতি,
দিন ফুরালে আসবে ধেয়ে রাতি,
প্রভাত-আলোয় ভরিয়ে নে মা প্রাণ

৩৫

প্রাণের বীণা ওঠে বাজি সাঁঝের বেলাতে,
হার মেনেছি বারে বারে সুরটি মেলাতে॥

হারিয়ে গেলাম তোমার সুরের মাঝে,
গাইতে জানিনা মরি যে আজি লাজে,
অমনি হেসে তুলে নিলে গানের ভেলাতে॥

মধুর তালে নাচে পারের হাওয়া,
ফুরিয়ে গেল আমার চাওয়া-পাওয়া।

পরান-কোণে দোলে চরণ দুটি,
সকল কাজে দিলে আমায় ছুটি,
দিনের শেষে ডেকে নিলে বাঁশির খেলাতে॥

৩৬

চোখে তোমার মৃদু হাসি
কি কথা যায় বলে,
তারার ফুল জাগল কেন
নীল গগন-তলে।

কভু লুকাও মেঘের আঁচলে,
ফোটাও এসে পরান-কমলে,
গন্ধভরা চরণ দুটি
হৃদয-কোণে দোলে।

লুকিয়ে শোনাও সোনার নূপুর-ধ্বনি,
বিশ্ব-বীণায় বাজালে আগমনী।

নিত্য লীলা আমাব হিযা জুড়ে,
প্রাণের বাঁশি বাজাও উদার সুরে,
স্তব্ধ কূলে দাঁড়িয়ে তুমি
ডাকলে কত ছলে।

৩৭

জানি হে জানি অরূপ তোমাব রূপ,
তোমায় ভুলে থাকবো কেন চুপ॥

দীন দরিদ্র মাঝে আমি অসহায,
দিন-রজনী কাটে চোখের জলে হায,
জ্বলবে নাকি গন্ধহারা ধূপ॥

তোমার কাছে যেতে কিসের বাধা বলো,
নয়ন-জলে তুমি চরণ ফেলে চলো।

সুরটি বাজে অমানিতের তারে,
একলা আসো সঙ্গীহীনের দ্বারে,
তড়িৎ-আলো জাগায় পরান-কূপ ॥

৩৮

মন্দ-ভালোয় মিশে আমার আঁচলখানা ভরা,
রুদ্ধ-ঘরের দুয়ার খুলি দেব এবার ধরা ॥

ওগো অচেনা, চিনি তোমারে,
কত-না ছলে বাজাও আমারে,
অন্ধকারে জাগল নাকি সেই রূপ মনোহরা ॥

ছায়াছবি দোলে যে গো পরান চুমিয়া,
আঁখিজলে বুঝি যায় চরণ থামিয়া।

কে বলে থাকো অনেক দূরে,
তুমি যে সাধা গানের সুরে,
নৃত্য-দোদুল চরণ দুটি হৃদয় আলো-করা ॥

৩৯

ধরার বুকে বাজে মধুর তান,
শেষ করে দে বাঁচা-মরার গান ॥

ওরে মেঘের আঁচল টানি,
ঢাকবি কেন পরান খানি,
মরমে তোর হানে নিঠুর বাণ ॥

সুখ-দুখের বাঁধন টুটে,
বাহির পানে আয়রে ছুটে।

নীরবে কে যেন রয়েছে দাঁড়ায়ে,
সজল-নয়নে চরণ বাড়ায়ে,
এবার বুঝি করবে তোরে ত্রাণ॥

৪০

মুখের ’পরে বসন টানি
কও না কেন কথা,
রাঙা-বরণ চরণ-তলে
নোয়াই দেহলতা॥

তোমার তরে জাগি যে সারা রাতি,
আলো-ছায়ার আসন রাখি পাতি,
তোমার লাগি পরানখানি
বয়ে বেড়ায় ব্যথা॥

চরম-দিনে বেদন-মালা পরো আপন গলে,
বাদলা-রাতে কোথায় তুমি রয়েছো মোরে ছলে।

এসো আমার পরান-বঁধু মিলন-পারাবারে,
একলা বসে প্রহর গুনি গহন অন্ধকারে,
বীণার তারে বাজিয়ে বাণী
ঘুচাও নীরবতা॥

৪১

নেইকো আমার ঘাটের কানাকড়ি,
কেমনে আমি চরণ দুটি ধরি॥

প্রাণে জেগেছে নানা রঙের আশা,
বেঁধে ছিলেম নদীর কূলে বাসা,
জোয়ার এলো এখন কি-যে করি ॥

জানি না কি-যে ছিল তোমার মনে,
তুফান তুলে নাশিবে ধন-জনে।

আমার বলে আর তো কিছু নাই,
তাকাই কেবল চরণ পানে তাই,
কেন ঢেউ দেখে যে কাঁপি থরথরি ॥

৪২

আশা-জালের বাঁধন ছিঁড়ে
চলছি তোমার তরে,
ভব-সাগর তরিয়ে দেবে
হাতটি আমার ধরে ॥

ভয় করিনা চোখের জোয়ারে,
জাগছো সদা দুখের দুয়ারে,
ব্যথার পথে চরণ ফেলে
আসবে পরান 'পরে ॥

ঝড়ের হাওয়া লাগে তরীর পালে,
ঢেউয়ের 'পরে নাচায় তালে তালে।

পারের ঘাটে ঠেকবো আমি শেষে,
বন্যাবেগে আসবে এলোকেশে,
অসীম কোলে তুলবে মোরে
কতনা আদর করে ॥

৪৩

সন্ধ্যা এলো যে রে
সাজিয়ে নেনা সাজি,
বুঝি ডাকছে তোরে
ঘাটের খেয়ামাঝি॥

কিসের আসে রইলি বসে,
গানের মালা যাবে খসে,
দেখনা চেয়ে দূরে
প্রদীপ জ্বলে আজি॥

যাওয়া-আসার পথকূলে,
জীবন তরী দে না খুলে।

ভয় কিসে তোর তুফান দেখে,
সে লুকিয়ে হাসে আডাল থেকে,
ভাবনা-পারাবারে
তাঁর বাঁশি ওঠে বাজি॥

৪৪

চরণ-ছায়ে যাবার মতো
সাধ্য আজি নাই,
গোপন পথে হৃদয়-মাঝে
নিত্য আসো তাই॥

আসো ফুল-ফোটাবার ছলে,
ব্যথা চুমি কোথায় যাও চলে,
মন্দ-মধুর মুগ্ধ-বায়ে
কিসের আভাস পাই॥

নিবল বাতি পথের দুধারে,
লুকিয়ে থাকো নিবিড় আঁধারে,
কুণ্ঠাভরা কণ্ঠে আমি
কেমনে গান গাই ॥

৪৫

কে যেন আসে আসে আসে আসে আসে,
নূপুর-পায়ে বাতায়ন-পাশে ॥

বাজায় বাঁশি ঘুম-ভাঙানো সুরে,
তাকায় সে যে আঁধার-ঘেরা পুরে,
লুকায় যেন শিউলি ফুলের রাশে ॥

হঠাৎ এসে হঠাৎ যায় চলে,
ভাসিয়ে যায় তপ্ত আঁখিজলে।

ধরতে গেলে দেয় না ধরা পালায় সে যে ছুটে,
এমনিতরো লীলা যে তার মোর হৃদয়-পুটে,
রয়েছি বসে আজি কিসের আশে ॥

৪৬

ওরে, ভুলের মাশুল
বাড়ছে দিনে দিনে,
বাজরে বেদন
আমার হিয়া-বীণে।

ঝড়বাদলে তোমার তরী বাওয়া,
মানস-বনে দেখি যে আসা-যাওয়া,

আঘাত দিয়ে

লওনা আমায় জিনে ॥

দিবানিশি নম্র শিরে,

যেন থাকি চরণ ঘিরে।

তোমায় ভুলে থাকি যখন দূরে,

মোহন বাঁশি ডাকে উদাব-সুরে,

তোমায় আমি

লই যে তখন চিনে ॥

৪৭

ফুলের মতো ফুটবি যদি

অচেনা কোন বাটে,

কেন না জেনে সব খোযালি

বেচা কেনার হাটে ॥

বাজে যে বে বেলা-শেষের তান,

থামা তবে বাঁচা-মরাব গান,

পাল তুলেছে সোনার তরী

আনাগোনার ঘাটে ॥

দেখলি না যে তোদের চেনা নেষে,

থাকলি কেন পিছন পানে চেয়ে?

নবীন-বেশে আয় রে সাজি,

ডাকছে কোথা ঘাটের মাঝি,

কিসের আশে আছিস বসে

সাথী-হারার নাটে ॥

৪৮

ওরে, যাবার হলো বেলা
অজানা কোন কূলে,
কে যেন অন্ধকারে
প্রদীপ ধরে তুলে॥

দাঁড়িয়ে থাকে কয় না কোন কথা,
নয়ন-কোণে নীরব ব্যাকুলতা,
হঠাৎ গেল চলে
আলোর দ্বার খুলে॥

ফেলে গেল গলার মালাখানি,
আলো-ছায়া করে কানাকানি।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তারা,
সকল কাজ হলো বুঝি সারা,
ছড়িয়ে গেল হাসি
আমার হিয়া-মূলে॥

৪৯

যেন ঐখানে পরান-মাঝে রে,
খেমটা-গানে বেসুর বাজে রে॥

বাঁধন খুলে আয়রে তোরা ভুলে,
সুরের হাওয়া ছুটছে দুলে দুলে,
আড়ালে থেকে মরবি লাজে রে॥

সূর্য মাতে আলোর খেলাতে,
আয়রে তোরা সুরটি মেলাতে।

দিনের শেষে পড়বি কেন ঝরে,
গভীর তানে নেনা পরান ভরে,
উঠবি ফুটে সকাল-সাঁঝে রে ॥

৫০

যাব না আজ ফিরে রে ভাই
যাব না আজ ফিরে,
ঝড়ের রাতে পালটি তুলে
ভাসব কেন নীরে ॥

কূল পেয়েছি এবার হবে ছুটি,
আলোর সাথে করবো লুটোপুটি,
যাব না আজ ফিরে রে ভাই
ছেঁড়া-পাতার নীড়ে ॥

এসেছি ফেলে যা ছিল মোর কাছে,
পরানখানি রাঙা চরণ যাচে।

মনে হয় আমার মাঝে আছে কোথা ফাঁকি,
দূর-বনের গভীর ছায়া রাখে মোরে ঢাকি,
যাব না আজ ফিরে রে ভাই
থাকবো পদ ঘিরে ॥

৫১

তোমায় ডাকবো কখন্ বলো
সময় কোথা মেলে,
দিন-রজনী কাটে আমার
ঢেউয়ের খেলা খেলে ॥

পসরা খানি সাজিয়ে লয়ে,
যখন ঘুরি মাথায় বয়ে,
নীরবে তুমি আসো তখন
মেঘের দ্বার ঠেলে॥

মনের মাঝে আছে অনেক কালো,
তাই বুঝি লোকে বলে আমায় ভালো।
জড়িয়ে যখন পড়ি আপন জালে,
স্নিগ্ধ পরশ বুলাও আমার ভালে,
তিমিরতলে লুকিয়ে এসে
প্রদীপ দিলে জ্বেলে॥

৫২

কখন্ বাজিয়ে গেলে বিরহ-বিধুর তান,
কাজের মাঝে শুনিনি এমন মধুর গান॥

আমার মন্দ-ভালোর মাঝে
তোমার মোহন-বাঁশরী বাজে,
ওগো, শুনবো সেই ধ্বনি
এবার দাও মোরে সেই কান॥

পুলক ভরে তুলছো প্রাণে ঢেউ,
ত্রিভুবনে জানেনা আর কেউ।

বয়ান খানি দেখিনি আমি কভু,
উদাস মনে থাকি যে চেয়ে তবু,
আজ ত দেখতে তোমায় চাই
কারো মোরে সেই চোখ দান॥

৫৩

চৌদিকে মোর ঘিরেছে কারা
পথ কোথা পাই বলো,
চলেছি ছুটে অজানা পুটে
নয়ন ছলো ছলো ॥

কভু আঁধার কভু আলো,
আমার চোখে লাগে ভালো,
কিসের তরে পারের ঘাটে
আলোক ঝলমল ॥

কোন্ প্রভাতে যাত্রা হলো সুরু,
অম্বরে মেঘ ডাকছে গুরু গুরু।

তুফান-মাঝে বাজে অভয় বাণী,
দূরের দেশে ডাকে যুগল পাণি,
আজকে কেন সাগর-জলে
কমল টলমল ॥

৫৪

ওগো আমার অন্ধকারের আলো,
হৃদয়-কোষে জ্বালো আগুন জ্বালো ॥

দিগন্তে কারা গাইছে বাদল-গান,
গুরু-গুরু রবে মোর দুরু-দুরু প্রাণ,
রজনী আজি নিকষ-ঘন কালো ॥

জানি না কেন আঁধার পুরে,
বাজিল বাঁশি গভীর সুরে।

না-আছে ফুল না-আছে ডালা,
এনেছি শুধু অশ্রুমালা,
পরান-পদ্মে অধর-হাসি ঢালো ॥

৫৫

এই জোনাক-জ্বলা গহন রাতে,
মনের কথা কইবো বনের সাথে ॥

কইবো কথা প্রাণের গানে,
পুলক-ভরা গভীর তানে,
প্রেমের বসন পরবো তোমার হাতে ॥

নাইকো ধূপ নাইকো দীপ,
পরবো ভালে জয়ের টীপ।

ঐ দূর সে তো রইবে না আর দূর,
বাজবে যবে মিলন-বাঁশির সুর,
যতন ভরে রাখবে হৃদয়-পাতে ॥

৫৬

ওগো ভুলে যদি ডাকলে তব দ্বারে,
কেন শূন্য-হাতে ফেরাও বারে বারে ॥

ডেকেছিলে যে গান শোনাবে বলে,
ফিরিয়ে দিলে নানা সুরের ছলে,
কোথা যাব বলো গহন-অন্ধকারে ॥

নাইবা দিলে দেখা শয়ানে স্বপনে,
জানি, বীণাখানি বাজাবে বেদনে।

চরম-দিনে আসবে আঁধার বেয়ে,
সুরের আলো পরান দেবে ছেয়ে,
মোরে নিয়ে যাবে দুখের পরপারে ॥

৫৭

সুর খুঁজেছি সুর পেয়েছি
তোমার মাঝে গো,
এই কথাটি বলবো আমি
সকাল-সাঁঝে গো ॥

ঝরিয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে মোরে,
রাখলে বেঁধে তোমারি বাহুডোরে,
'আমি' ছেড়ে 'তুঁহু' রবে
বীণা বাজে গো ॥

এই কথাটি বলবো আমি
সকাল-সাঁজে গো ॥

এলে যে তুমি সোনার রথ চড়ি,
মেঘের কোলে আলোক পড়ে ঝরি।

ঐ আলোতে আঁধার গেল সরে,
আনন্দে পরান গেল ভরে,
দ্বারদেশে রাখলে মোরে
তোমার কাজে গো ॥

এই কথাটি বলবো আমি
সকাল-সাঁজে গো ॥

৫৮

মনটি আমার ধায় যেন
তোমার পানে গো,
সকল দেহ নাচে যেন
তোমার গানে গো॥

চলবো আমি কাজের ফাঁকে ফাঁকে,
মহাপ্রেমের কলসখানি কাঁকে,
সবার বেদন বাজে যেন
আমার প্রাণে গো॥

ঘুমের ঘোরে যদি তোমায় ভুলি,
আঘাত হেনে দিয়ো আমায় তুলি।

মন্দ-ভালো যা-কিছু মোর আছে,
এনেছি সবই রাখো-না তব কাছে,
শূন্য ঝুলি ভরে যেন
তোমার দানে গো॥

৫৯

কে যেন ফিরে ফিরে চায়,
আমার পথে চলাই দায়॥

ঝুরু ঝুরু এই বাতাসে,
আলো-ধোওয়া নীলাকাশে,
গোপনে চরণ ফেলে যায়॥

একলা আমি চলেছি বহু দূরে,
সে বারে বারে তাকায় হিয়াপুরে।

আপন মনে চলেছি পথ চিনে,
এবার বুঝি নেবে আমায় জিনে,
কেন যে বাইরে এলেম হায়॥

৬০

ওগো কহো মোরে কহো
থাকবো কতক্ষণ,
দিশেহারা বৃষ্টিধারা
ঝরছে অনুক্ষণ॥

মেঘের কোলে ঢেউ উঠেছে দুলে,
রাগিনী তার বাজে হিয়া-কূলে
থরথরি কাঁপে যে গো
ফুল্ল ফুলবন॥

কোথায় আজি তারার মালা গাঁথা,
কোথায় হবে সুখ-শয়ন পাতা।

রবিশশী চায় না মুখের পানে,
পীকগণ গায় না আমার প্রাণে,
বুঝি ভুলে দেবে খুলে
মেঘের আবরণ॥

৬১

কে দিল রে ধূলি-আঁচল পাতি,
আরাম ছেড়ে বিরাম-গানে মাতি॥

কে এলো রে অমানিশার দ্বারে,
ঝর ঝর আঁখিবারি ধারে,
জ্বেলে দিল নব উষার বাতি ॥

তরুলতা সইছে বুকের ব্যথা,
বাঁশির গানে ভুলি দুখের কথা,
ভাসিয়ে দিয়ে টানছো তব বুকে,
কি কথা যেন শোনায় হাসি মুখে
(ওগো) শিউরে উঠে অশ্রুভরা রাতি ॥

৬২

ওরে, আমার বকুল-বনের ফুল,
করলি কেন এমন তরো ভুল ॥

অবেলাতে পড়লি কেন ঝরে,
না নিলি যে বুকে মধু ভরে,
তোরই পানে দোলে অলিকুল ॥

সূর্য এসে নাচল তোরে ঘিরে,
হতাশ হয়ে বাতাস গেল ফিরে।

নীরবে কেন মুদলি দুটি আঁখি,
সরমে কেন বয়ান দিলি ঢাকি,
দেখলি না তুই রাঙা চরণ-মূল ॥

৬৩

দূর-আকাশে কে দিবি রে পাড়ি,
আয়রে ত্বরে মলিন বসন ছাড়ি ॥

ঘোমটা খুলে দেখরে চেয়ে,
পৌঁছে দেবে সোনার নেয়ে,
অন্ধকারে জাগছে তোরি দ্বারী ॥

ঘরের কোণে থাকবি কেন পড়ে,
গানের সুরে নেনা পরান ভরে।

আয়রে তবে ধুলার সাজে সাজি,
কে যেন ডাকে বুকের মাঝে আজি,
মাথার বোঝা করবি কেন ভারী ॥

৬৪

বঁধু আমাব মনের কথা কও,
এমনি করে লুকিয়ে কেন রও ॥

ওগো, কোথা তীব কোথা পাব তীব,
ডাইনে-বাঁযে নাচে ঘন নীল নীব,
আপন হাতে হালটি তুলে লও ॥

সিঁদুব-রাঙা পথের পানে চেযে,
কাজল মেখে যামিনী আসে ধেযে।

দাঁড়িয়ে থাকো হাসির পাবাবাবে,
আসো না কেন আমার হিয়াদ্বারে,
নীববে কেন বুকেব ব্যথা সও ॥

৬৫

একের সাথে মিলবি যদি
আয়রে আমার মন,

উদার স্থরে ডাকছে তোরে
মাতাল সমীরণ ॥

হারিয়ে দিশা নিশার আঁধারে,
মলিন-বেশে খুঁজিস কাহারে,
নয়ন মেলে দেখরে চেয়ে
হৃদয়-উপবন ॥

ঐখানে শেষের শয়ন পাতা,
ঐখানে মিলন-মালা গাঁথা।

লুকিয়ে থাকে স্বপন-গহনে,
অন্ধকারে চিনবি কেমনে,
সে যে আমার চোখের জলে
কুড়িয়ে-পাওয়া ধন ॥

৬৬

দুয়ার খুলে বাহির পানে
এবার যা যা যা যা,
ঝড়ের রাতে হঠাৎ এলো
অজানা-দেশের রাজা ॥

দেখি যে রে স্বর্ণ-রথ হতে,
আলো-ধারা ঝরে পথে পথে,
আঁধার কাঁপে কেন যে আজি
বাজা, শঙ্খ বাজা ॥

ঐ যে চাকা উঠছে ঝনঝনি,
থামল বুঝি ঝড়ের গরজনি।

কী জানি কেন বাজিছে ভেরী,
চরণ ঘেরে রাখিবে ঘেরি,
হাতের কাছে যা আছে তোর
তাই দিয়ে ঘর সাজা॥

৬৭

চোখের কোণে আঁধার গেছে টুটে,
চরণ-তলে এবার যাবো ছুটে॥

রক্ত আজি নাচল কিসের সুরে,
ভক্ত বুঝি জাগল হৃদয়-পুরে,
চরণ-ধুলা এবার নেবো লুটে॥

ঘরের দুয়ার রয়েছে যে রে খোলা,
বাহু দোলায় দেবে আমায় দোলা।

ছিলেম ভুলে দুঃখ-নদীর কূলে
প্রাণ-সাগরে উঠল আলো দুলে,
পরানপদ্ম উঠবে বুঝি ফুটে॥

৬৮

আমার সকল বিফলতা
ঢাকো ঢাকো ঢাকো,
শরমে ভরমে কল্পলতা
ডুবায়ে কেন রাখো॥

মনে করি চরণ-তলে থাকি সকাল-সাঁঝে,
নানা ছলে আমায় কেন টানো কাজের মাঝে,
ক্লান্ত হিয়ায় অকারণে—
আঘাত দিয়ো নাকো ॥

আমার 'আমি' আপন-হাতে নিয়া,
মিলন-তীরে এসো আমার পিয়া,
জটিল-পথে জড়িয়ে পড়ি মেঘ-জালে গো,
আশা-মুকুল ঝরিয়া পড়ে ডালে-ডালে গো,
ব্যাকুল পরান-পারাবারে
প্রেমের-বন্যা ডাকো ॥

৬৯

একলা আছি অশ্রুসাগর তীরে,
আঁধার বেয়ে যাচ্ছে কেগো ধীরে ॥

মেঘবরণ আঁচল টানি,
কেন ঢাকলে বয়ান খানি,
ক্ষণেক তরে দাঁড়াও আমায় ঘিরে ॥

ঘরের কোণে হয়নি আলো জ্বালা,
গলে তোমার দোলে তারার মালা।
ওই আলোতে ভরাও আমার প্রাণ,
উঠবে বেজে মিলন-রাতের তান,
দেখবো চেয়ে জাগছো হিয়া-নীড়ে ॥

৭০

সকল বেদন ধন্য হয়ে
ওঠরে এবার ফুটে,

দুহাতে তাঁর চরণধুলা
নেবরে আমি লুটে ॥

উষার বুকে কাঁপল কেন আঁধার-ভরা রাতি,
পরান-কোণে জ্বলল বুঝি অনুরাগের বাতি,
রোদন-ভরা বাতাস কেন
আকুল হয়ে ছুটে ॥

কে ঢেউ তুলেছে মানস-সরোবরে,
ভাসবো আমি মুক্ত কলেবরে।

মিলন-বেশে আসবে তুমি হেসে,
গোপন-পথে আমার হৃদি-দেশে,
লক্ষ-কোটি তারার ফুল
ফুটবে গগন-পুটে ॥

৭১

বন্ধু আমার আসবে আজি ঘরে,
আয়রে ত্বরা দেখবি আঁখি ভরে ॥

মনের কথা বলবি কানে কানে,
ব্যথা-আগুন জ্বালবি গানে গানে,
সোহাগ দিয়ে টানবে কোলের 'পরে ॥

তোরা যেন চাসনি কিছু ভুলে,
রাঙা-রাখী বাঁধবি প্রাণ-মূলে।

ঐ যে দেখি ধ্বজা উড়ছে আকাশে,
বুঝি নেইকো দেরি আসে আসে আসে,
হারিয়ে যাবি ঐ জ্যোতি-সাগরে ॥

৭২

ডাকছে কে রে সন্ধ্যা-বায়ে
আয় রে চলে আয়,
আঁচল পেতে একলা বসে
কিসের ভাবনায় ॥

এসেছে বুঝি মেঘের দুয়ার ঠেলে,
দেখরে তোরা চক্ষু দুটি মেলে,
বকুল-বনের গভীর ছায়া
আকুল হয়ে চায় ॥

কাঁপিয়ে শাখা কুঞ্জবন ঘিরে,
ক্লান্ত পাখায পাখিরা এলো ফিরে।

থাকিস কেন চোখের পাতা বুজে,
পারের ঘাটে দেখনা তাঁরে খুঁজে,
ঠমক তালে বাজায বাঁশি
নদীর কিনারায় ॥

৭৩

কোথায় তুমি লুকিয়ে হাসো
দেখতে যেন পাই,
সবার পিছে সবার নীচে
একলা আছি তাই ॥

জানি না আমি পুঁথির পাতায়
কি-যে আছে লেখা,
পরান-কোণে রয়েছে আঁকা
তব নামের রেখা,

রাঙা-বরণ চরণ ছুটি
ধরতে আমি চাই ॥

আমায় কেন বসিয়ে রাখো
এমন কোলাহলে,
বিরামহারা ঝর্ণাধারা
মিশে সাগর-জলে।

সকল বেদন উঠুক বেজে
তোমার মর্মতলে,
চমকে দিয়ে আসবে ধেয়ে
তপ্ত আঁখিজলে,
বাঁধবে মোরে প্রণয়ডোরে
চরণে দেবে ঠাঁই ॥

৭৫

আজ প্রভাতে কে বাজালো বাঁশি,
রাশি রাশি কুসুম ওঠে হাসি ॥

ছিলেম যে রে সুখ-শয়ন 'পরে,
সোনার আলো বুকের কোণে পড়ে,
রবির কর আঁধার দিল নাশি ॥

হঠাৎ ঘরের আগল খুলে,
কখন্ বাইরে এলেম ভুলে।

ভোরের পাখি উঠল গেয়ে গান,
নিবিড় সুরে জুড়ালো মোর প্রাণ,
সুধা-জলে কোথায় যাই ভাসি ॥

৭৫

পিছন পানে ডাকছে তোরে কারা,
হাজার ডাকে দিস নে যেন সাড়া ॥

তাদের কথা নিস নে যেন কানে,
এগিয়ে যাবে আপন-গড়া গানে,
ঢালছে আলো গগন-ভরা তারা ॥

এই বেলাতে সাজা পূজার ডালা,
চোখের জলে গাঁথ রে গলার মালা।
মুখের পরে বসন টানি
দেখবে চেয়ে কুসুমখানি,
পরান-কোণে লুটিছে আলোধারা ॥

৭৬

কোথায় সুখ কোথায় দুখ
সবই তো আলো-ভরা,
দখিন-হাওয়া দুলিয়ে যায়
ফুল্ল বসুন্ধরা ॥

মেঘের কোলে রোদের ঝিকিমিকি,
পরান কেন জ্বলছে ধিকিধিকি,
আড়াল হতে ডাকছে কে যে
আয়রে সবে ত্বরা ॥

সে যে ডাকে বারে বারে,
বুঝি প্রেমাভিসারে।

কোথায় যেন দূরের পথ জুড়ে,
প্রাণের বীণা বাজে গভীর সুরে,
মলয়-বায় ছুটছে সেথা
গন্ধে আকুল-করা ॥

৭৭

এসো বন্ধু, এসো প্রাণের 'পরে
চোখের আলোয় দেখবো ভাল ক'রে ॥

সামনে আসে মিলন-রাতি,
গোপনে জ্বলে প্রেমের বাতি,
চোখে আমার পলক নাহি পড়ে ॥

আমায় ভুলে থাকবে কেমনে,
কুসুম ফোটে হৃদয়-কাননে।

ঘরের দুয়ার আছে যে গো খোলা,
বাহু দোলায় দেবে মোরে দোলা,
আজকে আমার পরান যাবে ভরে ॥

৭৮

চোখের কোণে আঁধার আজি
মিলালো, মিলালো,
নব-উষার আলোক মোরে
ভুলালো, ভুলালো ॥

জানি না কেন নয়ন-গলা জলে,
সাগর-কূলে এলেম কখন্ চলে,
পারের ঘাটে সোনার দীপ
জ্বালালো, জ্বালালো ॥

আঁকা-বাঁকা পথে যে গো এলেম অনেক দূর,
কানের কাছে এসে বাজে সোনার আলোর সুর
মুগ্ধ তনু অবশ হল শ্যামল ধরার গানে,
ঘুমের কোলে গেলাম ঢুলে কখন তা কে জানে,
পরানে কার সোহাগ হাত
বুলালো, বুলালো ॥

৭৯

কে গো তুমি বন্ধু সেজে
বাঁধলে বাঁশী প্রাণে,
পিতা হয়ে মাতা হয়ে
এলে গোপন টানে ॥

মেঘের বেণী এলিয়ে যদি পরান দেয় ছেয়ে,
আকুল কেশে হঠাৎ আসো চোখের জল বেয়ে,
ঝুর-ঝুরু বায়ু এসে
বহে আমার পানে ॥

জোয়ার-জলে ভাসি আমি পাছে,
ভাই বলে তুমি দাঁড়াও বুকের কাছে।
অন্ধকারে তোমার সাড়া মেলে,
ঘরের কোণে প্রদীপ রাখো জ্বেলে,
কোথা হতে এসে শেষে
বাজালে বাণী কানে ॥

৮০

অন্ধকারে কে দেবে রে সাড়া,
কারে খুঁজে হলি দিশেহারা॥

ঘুম টুটেছে চোখের দুটি কোণে,
যায় কি দেখা ঘোমটা-পরা বনে,
তোর পানে যে হাসে গ্রহতারা॥

কোথায় ছুটিস এমন গভীর রাতে,
কাছে তোর কেউ কি আসবে আলো-হাতে।

ডাকছে কারা আগল-দেওয়া ঘরে,
কার খোঁজে তুই বেড়াস পথভরে,
চোখে কেন ঝরে জলধারা॥

৮১

নাইরে রজনী বাকী।
বকুল-বনের পাখি ওঠে না কেন ডাকি॥

তারার মাঝে আসন পাতি
একলা আছো বসে,
বুকের 'পরে একটু আলো
পড়ে না কেন খসে,
সজল চোখে কে যে কাজল দিল মাখি॥

কাছাকাছি যেতে আছি রাজি,
ভুলে কেন দাওনা সাড়া আজি।

ওগো তোমার পাথর-ঢাকা পথে,
আঁধার বেয়ে চলেছি কোনোমতে,
মুখটি তুলে দেখো এই-চোখে চোখ রাখি॥

৮২

ঢেউ-খেলানো সাগর-তীরে
চলেছি যে গো একা,
কেউ কি দেবে আজকে আমায়
চোখের কোণে দেখা॥

কাঁদন-ভরা বাতাস আসে ধেয়ে,
ভেবেছিলেম আসবে তরী বেয়ে,
আপন-হাতে মুছিয়ে দেবে
চোখের জলরেখা॥

আসবে বলে ফুটল কত ফুল,
দেখবে বলে নাচল অলিকুল।

ঘনিয়ে এলো শেষের বেলা,
বুঝি ভাসল গানের ভেলা,
মধুগানের সুরগুলি যে
হলো না আর শেখা॥

৮৩

সুখে রাখো দুখে রাখো কি-বা যায় আসে,
নিরভয়ে আছি সদা চরণ সকাশে॥

অকূল কূলে বাঁধা সোনার তরী,
মরণ-কালে শমনে নাহি ডরি,
আঁখি কার জাগে আজি সুনীল আকাশে॥

অবুঝ আমি দিইনি তখন সাড়া,
ছিল আমার অনেক কাজের তাড়া
আজকে কেন কাজের 'পরে,
কিসের বাধা এসে পড়ে,
মনে হয় কে বাঁধিবে
বনফুলের ডোরে॥

৮৭

আমার সকল গর্ব খর্ব হবে কবে,
ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো তবে

এই ইচ্ছা সফল করো প্রাণে,
মনটি ধায় রাঙা-চরণ পানে,
মোরে ডাকো তব মিলনোৎসবে॥

সূর্য ডুবু-ডুবু সন্ধ্যা এলো বলে,
বক্ষ দুরু-দুরু যাওগো কেন ছলে;

এসো প্রভু, এসো তুমি ধীরে,
দাঁড়াও ভুলে মানস-নদীতীরে,
কিসের ছায়াছবি নাচে হৃদয়-নভে॥

৮৮

আমার ছুটি বাজে
তোমার মোহন-বাঁশিতে,
আমার ছুটি নাচে
চোখের চপল-হাসিতে॥

আমার ছুটির খবর পেয়ে
শরৎ এলো দ্বারে,
শিশির-ভেজা শিউলি ফুল
বরণ করে তারে।

শরৎ বুঝি এলো
প্রাণের স্রোতে ভাসিয়ে॥

পিছে আমার থাকলো সবাই পড়ে,
তোমার কোলে পড়বো এবার ঝরে।

চরণ-ভোলা কাজ
গেলরে বুঝি টুটি
তোমার মাঝে ছুটি
সেইতো অসীম ছুটি।

সূর্য ওঠে সেথা
ঘরের আঁধার নাশিতে॥

৮৯

বীণার তারে দৈন্য ওঠে বাজি,
কিসের তরে মৌন তুমি আজি॥

কান পেতে শুনবো তোমার গান,
হিয়া-মাঝে পুরবো মধুর তান,
সাজাই বসে অশ্রু-ফুলের সাজি॥

এই বাদল-ঝরা দিনে,
ওগো নেব তোমায় চিনে।

তোমার পথে চলছি নতশিরে
পিছন পানে যাব না আর ফিরে,
পথের শেষে জ্বলে প্রদীপরাজি ॥

৯০

আড়াল হতে ডাকো কেন
ওগো খেলার সাথী,
ওই ডাকেতে এলো ছুটে
আলোহারা রাতি ॥

হঠাৎ কেন বাড়িয়ে দিলে
ব্যাকুল হিয়াখানি,
চোখের ভাষায় তোমার সনে
হয়নি জানাজানি।
কিসের গন্ধে বাতাস আজি
করে মাতামাতি ॥

দেখি না যেরে আকাশ 'পরে
পূর্ণ চাঁদের শোভা,
বকুল-বনের শীতল-ছায়া
মধুর রূপে ডোবা ॥

মৌন-গভীর তিমির-মাঝে,
কোথায় রাঙা-চরণ রাজে,
দোলাও কেন আমার গলে
ব্যথামালা গাঁথি।

৯১

মননে এবার দ্বারী করে
রাখরে প্রাণের ঘরে,
দেখিস যেন আঁধার এসে
দেয় না তোরে ভরে॥

রঙীন আলোয় ফুল ফুটাবি যদি,
প্রদীপখানি জ্বালাস নিরবধি,
বুকের 'পরে স্বপন নিয়ে
কোথায় যাবি ঝরে॥

ঝড়ের হাওয়া আসবে যখন ধেয়ে,
গান শোনাবি আপন-গান গেয়ে।
সে ধরা দেবে শেষে,
প্রলয়-মাঝে এসে,
অধর-হাসি ঝরায় কে রে
পথের ধুলা 'পরে॥

৯২

দিচ্ছে কে রে কান্না হাসির দোল,
খোল্‌রে তবে চোখের ঢাকা খোল্‌॥

ভাঙবে বলে এলো গৃহদ্বারে,
নিঠুর বাণী বাজে বীণার তারে,
কিসের তরে বাধায় এত গোল॥

ভেঙে আবার গড়বে নূতন ক'রে,
মধুর রসে দেবে হৃদয় ভরে।

বাতাস বুঝি থেকে থেকে,
কারে ডাকছে হেঁকে হেঁকে,
দূরের দেশে কে পেতেছে কোল ॥

৯৩

ময়না আমার কয়না কেন কথা,
সয়না যেরে বুকের বিষম ব্যথা ॥

বনের পাখি বনেই ঘোরাফেরা,
রইবে কেন সোনার খাঁচায় ঘেরা,
গানের সুরে নাচায় বনলতা ॥

আমার পানে ফিরাও তোমার মুখ,
এমনি করে দিচ্ছ কেন দুখ।

কণ্ঠে আমার যত আছে গান,
নীরবে সবই করি তোমায় দান,
বাতাস বাজায় ফাগুন ব্যাকুলতা ॥

৯৪

রাখাল-সাজার সাধ হয়েছে আজি,
আন্‌রে সখী বকুল-ফুলের সাজি ॥

সাজবি তোরা শ্রীদাম-সুদাম,
লাঙল-কাঁধে ভায়া-বলরাম,
পীত-বসন পরতে আছি রাজি ॥

বাজাব বাঁশি বাজাব কিঙ্কিনী,
চরণে নূপুর বাজাব রিনিঝিনি।

সে একলা আছে কুঞ্জ-বিপিনে,
যাব নেচে নেচে যমুনা-পুলিনে,
অবাক হয়ে দেখবে মনের মাঝি ॥

৯৫

কিসের খেলা খেলো তুমি
মানস-বনতলে,
অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে
এসো নয়নজলে ॥

গোপনে এসে স্বপনে দোলাও মোরে,
তবু তোমায় পাই না আপন করে,
মেঘের কোলে তড়িৎ যেন
চমকি উঠে চলে ॥

অঙ্গ লাগি অঙ্গ কাঁদে মোর,
দুখ-রজনী কখন্ হবে ভোর।
জুড়াবে কবে নয়ন-জ্বালা,
গলে পরাবো রতন-মালা,
নিবিড় করে পাবো তোমায়
হৃদি-পদ্ম-দলে ॥

৯৬

আমার মনের মালাখানা
যাক-না এবার ছিঁড়ে,
হারাই যেন আপনারে
অনাদরের ভিড়ে ॥

ঐ খানেতে তোমার আসা-যাওয়া,
বইছে সেথা মিলন-সুখের হাওয়া,
আসনখানি পেতে রাখো
অপমানের তীরে ॥

ঐ মালা দেখে কওনা মোরে কিছু,
মুখ ফিরায়ে নয়ন করো নিচু।
তোমার কাছে মূল্য নাই যার,
কণ্ঠে কেন দোলাই সেই হার,
তোমার দেওয়া মালা যেন
শোভে হৃদয় ঘিরে ॥

৯৭

তোমায় আমি রাখবো ধরে
শক্তি কোথা মেলে,
অন্ধকারে প্রদীপখানি
দিয়ো তবে জ্বেলে ॥

আমায় ভুলে কোথায় যাবে সবে,
কাজের মাঝে দাঁড়াও আড়াল করে,
চারু-চোখের চপল হাসি
প্রাণে দিয়ো ঢেলে ॥

স্বর্গ কোথা তা কি আমি জানি,
মাভৈঃ রবে বাজে তব বাণী।

মন্দ-ভালো সবই তোমার দান,
ছন্দে তোমার নাচুক দেহ-প্রাণ,
যাবার কালে যাই গো যেন
দূরের খেলা খেলে।

৯৮

এই জেনেছি সার প্রভু,
　　এই জেনেছি সার,
তোমার হাতে আছে আমার
　　বাঁচা মরার ভার ॥

দুঃখ-সুখের বাঁধন টুটে,
এসো হে প্রভু পরান-পুটে,
হাতটি ধরে হৃদয়নাথ
　　করো মোরে পার ॥

একলা যদি চলি আমি
　　সুদূর আঁধারে,
সোনার আলো রেখো জ্বেলে
　　পথের দুধারে।

খেলছো খেলা দিনের পর দিন,
চরণ-তলে করবে কবে লীন,
আমার সাথে খেলা বুঝি
　　শেষ হবে না আর ॥

৯৯

প্রাণ-খোলা সেই পাগলা-হাসি,
চোখের জলে গেলরে বুঝি ভাসি ॥

এবার ঘুরে আয়রে সিংহদ্বারে,
লুটিয়ে যারে একটি নমস্কারে,
আঁধার-ঘরে বাজবে রাঙা-বাঁশি ॥

নিকষ-ঘন তিমির হ'তে,
শেষে ভাসবি আলোর স্রোতে।
জটিল পথে কুটিল সংসারে,
জীবন গেছে মিছে অভিসারে
ডাকবে তাঁরে দ্বারের কাছে আসি

১০০

দিনে দিনে পরানখানি
যাচ্ছে যেরে ক্ষয়ে,
দিশে-হারা বাদল-ধারা
ঝরছে বয়ে বয়ে॥

ঘরের কোণে রইবো কেমনে,
মেঘের দেশে যাবই গোপনে,
সাড়া পেয়ে চরণ দুটি
উঠবে সচল হয়ে॥

এস্ত পদে আসবে উচ্চ কলস্বরে,
গর্বে তখন আমার বক্ষ যাবে ভরে।
বাঁধবে এসে কনকচাঁপা-ডোরে,
নবীন বেশে সাজিয়ে দেবে মোরে,
সুধা-ঢালা সুরটি সেধে
বেদন যাব সয়ে॥

১০১

সাঁঝের হাওয়া আকুল ক'রে
ডাকছে তোরে কারা,

আঁজলা খানা ভরিয়ে নেনা
কাজলা মেঘের ধারা ॥

বুকে তোর বাজছে নাকি সোহাগ-ভরা বাণী
কার গলে পরিয়ে দিবি বাথার মালাখানি,
ঝরাফুলের গোপন ডাকে
দিস নে যেন সাড়া ॥

স্বপ্ন কেন রাখবি বুকে ধরে,
হারিয়ে যাবে পথের ধুলা 'পরে।
শূন্য ঘরে থাকবি কোথা বসে,
আড়াল খানা যাবে এবার খসে,
ঝলমলানি হাসির গানে
হবি যে দিশেহারা ॥

আমায় তুমি করবে খুশী
এই কি ছিল মনে
নাইতো তোমার প্রেমের বিকাশ
হৃদয়-উপবনে।

আপন-হাতে নিলে মোরে গড়ে,
না চাহিতে দিলে আলোয় ভরে,
ভজন-পূজন পুণ্য-বিভব
না-ছিল মোর সনে

আমার সকল মন্দ-ভালোর মাঝে,
তোমার হাসির সুষমা সদাই রাজে।

কভু যদি ভুলি তোমারে,
ছুটে আসো মনের আঁধারে,
গানের কুসুম অমনি ফোটে
গোপন গুহা-কোণে ॥

১০৩

নামল ছায়া এলো আমার
কাজ-ফুরানো বেলা,
দূরের দেশে খেলবো যেরে
পথ-হারানো খেলা ॥

ভাঙল বুঝি অন্ধকারের বাঁধ,
কে ফেঁদেছে নবীন-আলোর ফাঁদ,
চোখের কোণে ভাসায় কারা
অশ্রু-ফুলের ভেলা ॥

বনফুলের মধু খেতে,
কেন ভ্রমর ওঠে মেতে।

উৎসবের সকল বাতি,
যাকনা নিভে রাতারাতি,
কিসের তরে পারের ঘাটে
রঙ-ফেরানো মেলা ॥

১০৪

দুখের কথা জানাই বলো কারে।
দাঁড়াও, বন্ধু, দাঁড়াও তবে
ব্যাকুল-চোখের তরল অশ্রুধারে ॥

বিজন-পথে চলেছি যে গো একা,
ভেবেছিলেম পাব না বুঝি দেখা,
দাঁড়াও, বন্ধু, দাঁড়াও তবে
বাঁধবো গলা ব্যথার মণিহারে॥

পথের ধুলা রাঙা করে,
কত ফাগুন গেছে ঝরে।

হঠাৎ কেন এলে দুখের গানে,
বেদন বুঝি বাজে তোমার প্রাণে,
দাঁড়াও বন্ধু, দাঁড়াও তবে
সাজাবো আমি প্রেমের অলংকারে॥

১০৫

বাঁশির গানে পাগল করে
কেন আগল দিয়ে থাকো,
না-জানি কেন তিমির-তলে
তব আসন পেতে রাখো॥

ভর-ভর সাঁঝের বায়ে
এসেছি মিলন-আশে,
দুয়ার খুলে প্রিয়তম
এসো হে আমার পাশে,
আমার লাগি বেদন-বীণা
কেন যে বেজে ওঠে নাকো॥

সুরের আগুন ছড়িয়ে দিয়ে বনে,
লুকিয়ে কেন বদ্ধ ঘরের কোণে।

১০৯

ওরে রাত্রি আজি তন্দ্রাহারা,
যাত্রী তোরা ভাঙরে গৃহকারা ॥

দেখরে চেয়ে চক্ষু দুটি মেলে,
সূর্য-তারা দিচ্ছে আলো ঢেলে,
কুঁড়ির বক্ষে কুসুম পেল ছাড়া ॥

তারই গন্ধ ভাসে ক্ষুব্ধ বাতাসে,
আনন্দ-বীণ বাজে স্নিগ্ধ আকাশে।

সময় গেলে আসবে কি আর ফিরে,
কাঁদবি কেন ঝরা-ফাগুন তীরে,
রুদ্রতালে বাজা ক্ষুদ্র নাকাড়া ॥

১১০

ওরে, পরবাসী হয়ে
থাকবি কতকাল,
আড়ালে কে যেন
বুনছে মরণ-জাল ॥

বারে বারে শিকলে দিল নাড়া
হেলা-ভরে দিলি না যেরে সাড়া
থর থরি কেন
কাঁপছে তরীর পাল ॥

সোহাগ-বাতি জ্বলছে দিবারাতি,
কিসের আশে থাকলি আজি মাতি।

আজি কিসের ভুলে রইলি মরুর কোলে,
আয়রে আয় ছুটে পথের কাঁটা দ'লে,
রণসাজে সাজি
ধররে কষে হাল ॥

১১১

তোমায় আমায় মিলন হলে
বাঁধন যায় টুটি,
হাত বাড়ায়ে রবির কর
আসে তখন ছুটি ॥

বুকে আমার দুখের চাকা
ঘুরছে ঝনঝনি,
আড়াল হতে দেখল বুঝি
দীনের দিনমণি,
তোমায় আমায় মিলন হলে
কমল ওঠে ফুটি ॥

সেইতো তুমি, সেইতো এলে তুমি,
চুপি চুপি ব্যথা গেলে চুমি।

মেঘের ঘোমটা পরে থাকো,
তোমায় চিনতে পারি নাকো,
তোমায় আমায় মিলন হলে
ভরে নয়ন দুটি ॥

১১২

আঁধার কেন রাখবি বুকে ধরে,
ডাক পড়েছে দূরের খেলাঘরে ॥

খ্যাপার মত গাইলি আপন মনে,
পড়লি ধরা রাঙা-চোখের কোণে,
হাত বুলালো তোরি দেহের 'পরে ॥

গন্ধ-বিধুর এই বাতাসে,
মৌন আজি কিসের আশে।

সে লুকিয়ে হাসে হিয়াকূলে,
তালে তালে নাচে এলোচুলে,
এড়িয়ে তোরা যাবি কোথায় সরে

১১৩

সে ধরা দেবে বুঝি সরল প্রেমে,
আঁধার বেয়ে কখন্ এলো নেমে ॥

তোমায় আমায় সকল ব্যবধান,
একটি নিমিষে করলে অবসান,
দ্বারের কাছে চরণ গেল থেমে ॥

স্বপ্ন ভেঙে জাগল যেন গভীর যামিনী,
বীণার তারে উঠল বেজে কিসের রাগিণী।

অশ্রু-ফুলে গাঁথা মালাখানি,
বাহু তুলি নিলে কেন টানি,
ঢাকলে শেষে সোহাগ-মাখা হেমে ॥

১১৪

ছিলেম সুখে ঘুমের কোলে শুয়ে,
হঠাৎ এসে কপাল গেল ছুঁয়ে ॥

বাঁকিয়ে তনু দাঁড়িয়ে ছিল ঘরে,
দেখিনি তাঁরে নয়ন দুটি ভরে,
আসনখানা হয়নি পাতা ভুঁয়ে॥

পরশমণির কি গুণ ছিল ওরে,
পুলকে আমার পরান গেল ভরে।

প্রেমের মাধুরী ধীরে ধীরে,
কেন যে জাগিল হিয়া ঘিরে,
আলোর স্রোতে পরান গেল ধুয়ে॥

১১৫

থমথমে এই নিশীথ রাতে
নাই-বা দিলে দেখা,
ফুরফুরে এই দখিন-বায়ে
রেখো তবে একা॥

অতল-তলে থই যদি না মেলে,
ভুলেও যেন যেও না মোরে ফেলে,
ফুটফুটে ঐ জোছনা দিয়ে
আঁকো রূপোর রেখা॥

অন্তর যদি না জাগে মধুর চেতনে,
হাতটি তোমার বুলিয়ে দিও মূক-বেদনে।

তুমি আমার আমি যে তোমার,
এই কথাটি স্মরি বারংবার,
টুকটুকে চরণ দুটি দিয়ে
মুছো কালো-লেখা॥

১১৬

প্রভু, কবে যে আমার
জুড়াবে হৃদয়-জ্বালা,
গানের মঞ্জরী দিয়ে
গাঁথবো গলার মালা॥

কবে যে এসে দাঁড়াবে মোরে ঘিরে,
হাত বাড়ায়ে বলবে হেসে ধীরে,
আমার তরে কি তোরা
সাজাস বরণডালা॥

গর্বে তখন বক্ষ যাবে ভরে,
হৃদয়-তন্ত্র বাজবে রুদ্ধ ঘরে।

মালাখানি নেবে যে তখন তুলে,
বারে বারে দোলাবে মনের ভুলে,
মন্দ-মধুর তানে
বাজবে সোনার বালা॥

১১৭

ওরে, কার কথাটি পড়ল আজি মনে,
সুর ছুটেছে গোপন গুহা-কোণে॥

নাইরে ঘুম নয়নে মোর,
বুঝি লাগল প্রেমের ঘোর,
সুরের আলো ছড়িয়ে গেল বনে॥

ওই আলোতে ফুটল বুঝি কমল-কুঁড়িখানি,
তারার বুকে বুলিয়ে দিল কিসের মর্মবাণী।

চকিতে আজি চেতন জাগে চিতে,
পরান ভরে পাখির কলগীতে,
খেলবো খেলা অজানিতের সনে ॥

১১৮

পথিক আমি ওরে।
দু হাতে তাঁর চরণ আছি ধরে ॥

আর ভয় কিসের এই ভবের নাটে,
বুঝি খেয়ার সাথী ডাকে পারের ঘাটে,
দেব রে পাড়ি অজানিতের ঘরে ॥

দুখের ডোরে কে বাঁধিবে মোরে,
রসের ধারা নেবরে লুট করে।

কে যেন মোরে টানছে বাহির পথে,
এবার আমি ভাসবো গানের স্রোতে,
সকল বাধা আপনি যাবে সরে ॥

১১৯

সাঁঝের সাজে কে যেন এলো দ্বারে,
ভুলে কখন্ ডেকেছিলেম কারে ॥

বাঁধন ছিঁড়ে চলবো আমি ধীরে,
মিলবো যেগো মিলন-নদীতীরে,
কি সুর আজি বাজে বীণার তারে ॥

যেন মনে হলো চিনি তাঁরে চিনি,
চরণে নূপুর বাজে রিনিঝিনি।

কোল পেতেছে শ্যামল ছায়াতলে,
যাব রে আমি অজানাদের দলে,
শেষের খেলা যে খেলবো আহা রে ॥

১২০

নিত্য তুমি আঘাত হানো
বোবা বুকের মাঝে,
না জানি তব কোমল করে
কতনা ব্যথা বাজে ॥

তোমার আঘাত নাচিয়ে তোলে প্রাণ,
বিশ্ব-সভায় বাড়ায় কত মান,
চপল চোখে হাসিটি দেখে
মরি যে আমি লাজে ॥

যখন খোলো চোখের ঢাকাখানি,
তোমার সনে হয় যে জানাজানি।

বেদন বুঝি মধুর মাধুরী ভরা,
সে যে আমার ব্যথিত রোদন-হরা,
সকল ব্যথা কুসুম হয়ে
ফোটে সকাল-সাঝে ॥

১২১

এবার যদি না দেবে দেখা
তোমার আঁখিতারা,
ধরার বুকে ঝরায় কেন
মেঘের সুধাধারা ॥

কেন তিমির-দুয়ার খুলে,
প্রভাত নাচে পরান-কূলে,
কিসের গন্ধে দখিন-বায়ু
হলরে মাতোয়ারা ॥

কেন মাঠে শ্যামল-শয়ন পাতা,
কেন বনে ফুলের মালা গাঁথা।

কেন পাখির কণ্ঠ ভরায় গানে গানে,
কেন সূর্য-তারা তাকায় নিচু পানে,
কেন হাসির তুফান তুলে
করো পাগল-পারা ॥

১২২

একলা আমি ছিলেম বসে
ধূলির আসনে,
আকুল হয়ে কে যেন এলো
সাঁঝের গগনে ॥

নয়ন তুলি দেখিল আমার পানে,
কি সুর যেন গাঁথিল ব্যাকুল প্রাণে,
কিসের সাড়া জাগিল ওরে
হৃদয়-কাননে ॥

তখন কেউ ছিল না বাতায়ন-পাশে,
বাতাস মেতেছিল ফুলের সুবাসে।

না জানি কেন বিজন-ছায়ে,
যেন নাচিল চপল-পায়ে,
পরান খানা রাঙিয়ে গেল
হিরণ-কিরণে ॥

১২৩

দয়া করে ছোট হয়ে যদি না দাও ধরা,
তবে কেন শশী তাঁরা এত আলো ভরা ॥

আমার প্রাণের সরসীতে,
দেখিনা যে ঘোমটা খসিতে,
চুপি চুপি মনোমাঝে লুকাও কেন ত্বরা ?

আমার এই ঝরা-ফুলের ছায়ে,
আসো না কেন নূপুর-পরা পায়ে।

বসে বসে ভাবি পথ 'পরে,
মোরে বুঝি মনে নাহি পড়ে,
ভাঙো কেন বাসাখানি স্বপ্ন দিয়ে গড়া ॥

১২৪

ওগো, কবে ঘরের বাঁধন টুটে,
আমি বাহিরে আসিব ছুটে ॥

তাকিয়ে রব দূরের পানে,
বাজাবো বেণু মধুর তানে,
চরণ-ধুলা নেবরে লুটে ॥

ভুলে মোরে কোলে তুলে নিয়ে,
ঢেকে দেবে আলো-ছায়া দিয়ে।

আমার মাঝে গাইবে তোমার গান,
প্রাণের মাঝে নাচবে তোমার প্রাণ,
কমল-কুঁড়ি উঠিবে ফুটে ॥

১২৫

যেদিন প্রাণে বাজালে মধুর বাণী,
সেদিন হ'তে তোমায় জানি হে জানি ॥

অরুণ-কিরণে ছড়ালে কত আলো,
অন্ধকারে লাগিল সে যে ভালো,
সকল দেহে রাখিলে পরশ খানি ॥

থামিয়ে দিলে দেওয়া নেওয়ার খেলা,
ঘনিয়ে এলো ফুল-ফোটাবার বেলা।

হরষে এসে ভরিলে গানের ডালা,
আপন হাতে গাঁথিলে জয়ের মালা,
মুছিয়া দিলে মনের সকল গ্লানি ॥

১২৬

ওগো, তোমারি চরণ-ধূলার 'পরে,
বক্ষ পেতে থাকবো আমি পড়ে ॥

নাইবা তুমি কইলে কোন কথা,
লতার মতো রইবো অবনতা,
টানবে শেষে হাতটি আমার ধরে ॥

আকাশ ভেঙে ছুটবে আলোর বান,
প্রভাত-পাখি উঠবে গেয়ে গান।

স্তব্ধ হয়ে থাকবো আমি লাজে,
হারিয়ে যাবো তোমারি সুরের মাঝে,
ফুটবে ফুল হৃদি-কানন ভরে ॥

১২৭

তরণীখানি রয়েছে বাঁধা নদীর কিনারায়,
আগল দিয়ে রইলি কেন ঘরের নিরালায়॥

নয়নে জল রাখবি কেন ধরে,
কার ছায়াটি পড়ল ব্যথার 'পরে,
ভাবনাগুলা ভাসিয়ে দিয়ে আয়রে তোরা আয়॥

দিবস বুঝি গেল এবার বয়ে,
সন্ধ্যাতারা কি কথা যায় কয়ে।

না-হল তোর প্রদীপখানি জ্বালা,
একলা বসে গাঁথলি আশা-মালা,
আপন-ভুলে পড়বি ঝরে দারুণ পিপাসায়॥

১২৮

হতেম যদি একটি কুসুম-কলি,
ভীড় জমাতো বনের যত অলি॥

হরষে এসে দুলিয়ে যেত দখিন-সমীরণ,
সূর্য তখন পরিয়ে দিত রঙীন আভরণ,
বল তো দেখি যেতে কি মোরে ছলি॥

মোরে কতনা যতন ভরে,
রাখিতে রাঙা-চরণ 'পরে।

পাপড়িগুলি হাসতো খলখল,
পদ-দোলায় দুলতো টলমল,
মিলন-কথা হতো যে বলাবলি॥

১২৯

হাত বাড়ায়ে কে যেন কী চায়,
উজাড় করে সব দিবি তো আয়॥

এলো সে যে স্বর্ণরথে
আয়রে তোরা বাহির-পথে,
কিসের আশে রইলি পড়ে, হায়॥

জাগল যে রে ভোরের কুসুম,
ওরে তোর ভাঙ্‌বে কখন্ ঘুম।

তারায় তারায় বাজালো নববাণী,
হিয়ায় হিয়ায় হলো না জানাজানি,
হতাশ হয়ে বাতাস বয়ে যায়॥

১৩০

এবার তোরা ভাঙ রে পাষাণ-কারা,
পরানে আজি জাগল কিসের সাড়া॥

সকল বাঁধন টুটে,
সুনীল গগন পুটে,
বন্যা-বেগে ছুটছে জ্যোতি-ধারা॥

আঁধার যেথা মেশে আলোর কূলে,
গানের তরী দে রে সেথায় খুলে।

ওই খানেতে মিলন-গানে
পুলক জাগে ব্যাকুল প্রাণে,
সুরের সুধা লুটছে সূর্যতারা॥

১৩১

আমার সনে খেলবে খেলা
এই তো ছিল কথা,
চোখের কোণে আজকে কেন
গভীর নীরবতা ॥

দিনের শেষে রথের চাকা কোথায় গেল ঘুরি,
বনের ধারে ছায়ার সাথে আলোর লুকোচুরি,
উতল-হাওয়া ছুলিয়ে গেল
আমার তনুলতা ॥

তোমায় নিয়ে আমার সে যে দূরের খেলা গো,
কেমন করে কাটে এমন সাঁঝের বেলা গো।

আঁধার যদি ছড়িয়ে দেবে প্রাণে
উষার বাণী শোনালে কেন কানে,
লুকিয়ে কেন টানছো বুকে
ঝরা-ফুলের ব্যথা ॥

১৩২

সাঁঝের সুরে কে ডাকে রে
ঐ সুদূর আকাশে,
ওগো ঢাকো মোরে ঢাকো
শিথিল কেশপাশে ॥

তোমার মাঝে দেখেছি মোর প্রাণ,
তোমার মাঝে গেয়েছি কত গান,
আঁখি কেন আসে মুদে
ক্লান্ত বাতাসে ॥

অবশ তনু যাক-না লুটে তোমার চরণ-তলে,
ফুটবে ধীরে কমল খানি নিবিড় তিমির-জলে।

হাস্যমুখে চাহিবে আমার পানে,
যতন ভরে ভরাবে গভীর তানে,
স্বর্ণ-রেণু পড়বে ঝরে
সোহাগ মাখা হাসে॥

১৩৩

ঘুরে ঘুরে এলেম শেষে আগল-দেওয়া দোরে,
বলো বলো, বাঁধবে কবে রাঙা-রাখীর ডোরে॥

ভাণ্ডার তো আছে সদাই ভরে,
আমায় কেন দিচ্ছ ওজন-দরে,
পলে পলে আমায় কেন ভাসাও আঁখি-লোরে॥

সব কিছুরই হিসেব তোমার রয়,
কভু দেখিনি এমনি অভিনয়।

কেমনে তব গুণের কথা কব,
ফুরায়ে ফেলে দাও-যে নব নব,
কানায় কানায় ভরাবে বলে নিঃস্ব করো মোরে।

১৩৪

আঁধার রেখা আলোর সাথে
করছে কোলাকুলি,
সেথায় কে যে উদার-সুরে
ডাকে দুয়ার খুলি॥

বেলা যে যাবে বেড়ে,
বাঁধন খুলে দে রে,
প্রাণের 'পরে বুলায় কে যে
অরুণ-রাঙা তুলি॥

প্রভাত-বায়ু কী-কথা যায় বলে,
গানের পাখি গায় যে কত ছলে।

ডাক শুনে যে ভাঙলো মোহঘোর,
পরান আজি পুলকে হ'ল ভোর,
পুব-গগনে সোনার তরী
উঠল বুঝি দুলি॥

১৩৫

বল গো বলো নীল-সাগরে কোথায় কিনারা,
পথের খোঁজে কোন্ সে পথিক হলো দিশাহারা॥

পথটি আমার নিবিড় মেঘে ঢাকা,
তড়িৎ-হাসির ক্ষণিক আভা মাখা,
চমক ভেঙে করুণ স্বরে ডাকে ধ্রুবতারা॥

আজ ঝর ঝর পাতার গানে,
বাতাস বইছে আমার পানে।

কোথায় কূল কোথা এলেম চলে,
মন যে বলে আছি তোমার কোলে,
সূর্য-তারা চৌদিকে মোর দিচ্ছে পাহারা॥

১৩৬

এসো বন্ধু, এসো হে ধীরে, সুপ্তি-সাগর-তীরে,
বঞ্চিত প্রাণ সিঞ্চিত করো শান্তি-সুধানীরে॥

বাজিয়ে দিয়ে দীপ্ত-শিখার বাণী,
ধরো হে তোমার প্রেমের মূরতি খানি,
ইঙ্গিতে এসে ভঙ্গীতে দাঁড়াও লুব্ধ জীবন ঘিরে ॥

জ্বলছে তোমার বিশ্ব-রূপের আলো,
চোখের কালোতে লাগবে সে যে ভালো।

আমায় ভুলে রইলে কোথা ওগো পরান-বঁধু,
জানি হে জানি মন মধুপে খাওয়াবে বনমধু,
প্রভাত চমকে আলোর পুলকে স্তব্ধ গগন শিরে ॥

১৩৭

সাধ হয়েছে তোমার কাছে যাই,
আকাশ বুঝি ডাকছে মোরে তাই ॥

কারাগারের বাঁধন টুটে
ফুলের মতো উঠবো ফুটে,
চরণ-তলে দেবে তখন ঠাঁই ॥

তারার সাথে গাঁথবো মালাগাছি,
রবির সাথে থাকবো কাছাকাছি।

বায়ুর সাথে উঠবো গেয়ে গান,
গীত-সুধায় ভরবে মহাপ্রাণ,
সবার মাঝে তোমায় যেন পাই ॥

১৩৮

কি হবে রে ঝর ঝর
চোখের জল ফেলে,
ডালে ডালে ফুটবে ফুল
বসন্ত এলে ॥

মোছ রে এবার চোখের জল,
তোদের ভাবনা কিসের বল,
দেখ রে চেয়ে গ্রহতারা
দিচ্ছে আলো ঢেলে ॥

ঐ যে উষা ডাকে কত ছলে,
দাঁড়া তবে নীলাকাশ-তলে।

কে তোলে রে কালো-মেঘের ঢেউ,
সূর্যরে কী ঢাকতে পারে কেউ;
আনন্দে আয় রে ছুটে
চক্ষু দুটি মেলে ॥

১৩৯

গোলক-ধাঁধাঁর পথটি ঘুরে ঘুরে,
এলেম শেষে বিজন মায়াপুরে ॥

ভেবেছিলেন শ্রাবণ-ঘন রাতে,
কত-যে কথা কইবো তোমার সাথে,
না-বলা বাণী বাজালে কত সুরে ॥

আমার কথা গেলাম বুঝি ভুলে,
তোমার কথা বাজলো হিয়াকূলে।

কিসের ছন্দ দিল রে মোরে ভরি,
মুগ্ধ নয়ন যে উঠল শিহরি,
গানের স্রোতে গেলাম ভেসে দূরে ॥

১৪০

চরণ-ধুলার ভিখারী আমি ঘুরি পথের 'পরে,
আলো-আঁধারে চারু-চরণ ঢাকো কিসের তরে ॥

তোমার কথা ভাবতে গেলে
অবাক হয়ে যাই,
তোমায় খুঁজে পাবার নেশা
পাগল করে তাই,
সাধন-ধন দিয়েছো তুমি আঁচলখানা ভরে ॥

মিছে হ'ল বেচা-কেনা,
চুকে গেল লেনা-দেনা।

দূরের বাঁশি বাজে আমার কানে
পরান দোলে ললিত-বীণার তানে,
সোহাগ-মাখা যুগল-পদে এসো আঁধার ঘরে ॥

১৪১

কত ছলে কত গানে ভুলালে আমারে,
তারা-দীপ জ্বেলে দিলে সাঁঝের আঁধারে ॥

ঝুরু-ঝুরু দখিন-বায় চলে বুকের 'পরে,
ফুলে ফুলে নেচে নেচে বেড়ায় কিসের তরে,
না জানি কী খুঁজে পায় প্রাণের মাঝারে ॥

এই সীমাহারা নিখিল-ভুবন জুড়ে,
প্রভাত-পাখির তানটি দিলে পুরে।

কার হাসিটি বয়ে বেড়ায় সূর্যগ্রহতারা,
প্রাণ-সাগরে ঢেউয়ের খেলা জাগায় কেন সাড়া,
বাহু তুলে কে নাচে রে অশ্রু-বারিধারে ॥

১৪২

হঠাৎ কে ডাকল বারে বার,
ভুলে বুঝি রাখিনি খুলে দ্বার ॥

প্রভাত যখন ডাকে,
কুসুম কোথায় থাকে,
চাহনি আজ উতল হল কার॥

আপন-মনে গানের মালা গাঁথি,
খামখেয়ালি খেলায় থাকি মাতি

ঢেউয়ের সাথে করি কোলাকুলি,
দেখি না চেয়ে আঁখি দুটি তুলি,
কে হতেছে ভব-সাগর পার॥

১৪৩

আঁধার-তটে একলা আছি আমি,
প্রদীপখানি জ্বালো এবার ওগো জীবন-স্বামী

সুনীল গগন নিখিল ধরা,
সকলি বিমল আলোক-ভরা,
অন্ধকারে চরণ-জোড়া যায় না কেন থামি॥

তোমার আলো নাচাল গ্রহতারা,
মিছে আমায় করলে আলোহারা।

পরান কোণে ফুটবে কবে আলোর শতদল,
বাঁশির গানে পাগল করে করবে কোলাহল,
রাখবে ধরে যাব না আর তিমির-তলে নামি

১৪৪

তোমার কাছে শান্তি নাহি চাই,
নয়ন ভরে দেখতে যেন পাই॥

জানি হে জানি দুখের সোপান বেয়ে,
হঠাৎ তুমি আসবে কখন্ ধেয়ে,
প্রভাতে আলো জাগালে বুঝি তাই॥

চোখের জলে দেব চরণ ধুয়ে,
ভুলে তখন দেবে আমায় ছুঁয়ে।

আমায় ঘিরে করবে কত খেলা,
ফাগুন-বায়ে কাটবে সারা বেলা
দুখের কোলে আর তো আমি নাই॥

১৪৫

কে জাগালো মৃদু কলরবে,
মনে হল ভোরের পাখি হবে॥

হঠাৎ দেখি এই বাতায়ন হ'তে,
কে যেন ধায় দখিন-বায়ুর স্রোতে,
বুঝি তাঁরে দেখেছিলেম কবে॥

তখনও চোখের পাতায় পাতায়,
কেউ নাচেনি সোনার মুকুট মাথায়

ভেবেছিলেম ডাকি তাঁরে ডাকি
আলস এসে দিল মোরে ঢাকি,
ভাবের ঘোর লাগল কেন তবে॥

১৪৬

যে আমার পানে চায় না কভু ফিরে,
গান দিয়ে তাঁর ধরবো চরণ ঘিরে॥

মানস-বনে খেলবো নিশি ভ'র
প্রভাত এলে পরবো আলোর ডোর,
সে আড়াল হ'তে আসবে ধীরে ধীরে॥

লুকিয়ে যখন চাইবে ধরার পানে,
দলে দলে পীক গাইবে মধুর তানে।

মুছিয়ে দেবে অশ্রু-বারিধারা,
চারিদিকে গড়বে সুখ-কারা,
ডাকবে আমায় সুধা-সাগর তীরে॥

১৪৭

গভীর বাণী ফুলের মতো
ফোটাও জীবন-মাঝে,
নূপুর-ধ্বনি উঠবে বাজি
শুনবো সকাল-সাঁঝে॥

দুখের দিনে চরণে নেবে টানি,
ব্যথার 'পরে বাজাবে বীণাখানি,
দ্বারের কাছে নীরবে আনি
রাখবে ভৃত্য-সাজে॥

মোর জীবনে রবে না কিছু বাকী,
সোহাগ দিয়ে দেবে পরান ঢাকি।

থাকবো মেতে তোমারি গুণগানে
মিটবে আশা তব গোপন-দানে,
আকুল হয়ে ব্যাকুল প্রাণে
রইবো সকল কাজে॥

১৪৮

নদীর কূলে বাঁধা আমার
সুখের বাসাখানি,
কানের কাছে শুনি কেবল
জোয়ার-ভাঁটার বাণী॥

বিরামহারা তটিনী যেন
ছুটিছে কিসের টানে,
সকল অঙ্গে তরঙ্গ তার
নাচছে রুদ্রতানে,
আমি কেবল পসরা নিয়ে
করছি টানাটানি॥

ভেবেছিলেম এই খানেতে থাকবো চিরকাল,
হাওয়ার গানে উঠবে দুলে খেয়া-তরীর পাল।

ফাগুন এসে নাচল কানন জুড়ি,
ফুটল না তো পরান-কমল কুঁড়ি,
ডাকার মতো ডাকলে তাঁরে
সাড়া দেবেই জানি॥

১৪৯

নিবিয়ে দে রে বসন্তের বাতি,
কিসের গন্ধে বাতাস ওঠে মাতি॥

পরান খানি উদাস করে,
বাঁধিল কে রে নয়ন-ডোরে,
বাসর-ঘরে জাগে মিলন-রাতি॥

কারে যে পেতে চাই কিছুই নাহি জানি,
স্বপন কেবল করে কানাকানি।

এলো রে বুঝি নিশীথ-বেলা,
খেলবো আমি নূতন খেলা,
শুকতারা যে রয়েছে কোল পাতি॥

১৫০

নামল ছায়া বনের কোলে
জলকে যাবার বেলা যে গেল চলে,
সখি, শোনরে এবার শোন
যমুনা বুঝি ডাকছে কলকলে॥

কাঁপিয়ে পাখা পাখিরা গেল ফিরে,
শান্ত বায়ু বহিছে ধীরে ধীরে,
বিজন পথে ধূসর তটে
কেউ কি এখন মাতলো কোলাহলে॥

কলস-কাঁখে চলরে এখনি,
কানন ভরে জাগবে রজনী।

লুকিয়ে আছে বনের আঁধারে,
সাঁঝের আলোকে চিনবো তাঁহারে,
সখি, শোনরে এবার শোন
মোহন-বাঁশি বাজায় কত ছলে॥

১৫১

ওরে ফুল, তুই ফুটলি কেমনে,
ঐ বনের কোলে হিরণ-কিরণে॥

কেন যে আজি বাজল বেদনা,
দিন-রজনী করলি সাধনা,
ঠাঁই পেলি যে রে রাতুল চরণে ॥

অন্তরে কে ঢালিল সোহাগ-সুধা,
মিটল বুঝি প্রাণের সকল ক্ষুধা।

বাঁধন ছিঁড়ে বাঁধলি কোথায় বাসা,
বক্ষে আমার জাগছে বিপুল আশা,
ডাকবে মোরে হৃদয়-গগনে ॥

১৫২

শিশুর মতো কেঁদে যখন
ডাকি 'ওমা, ওমা'
রাত্রি এসে বলে মোরে,
'ঘুমা ঘুমা ঘুমা' ॥

না জানি আজ কিসের আশায়,
ঘুম টুটেছে পাখির বাসায়,
অঙ্গ ভরে কে দিল রে
রঙ্গ-ভরা চুমা ॥

বুঝি না যে তাঁর গোপন কথা,
বাড়ায় শুধু প্রাণের ব্যাকুলতা।

বসে আছি অশ্রু-নদীকূলে,
মনোমাঝে এসো তবে ভুলে,
ধন্য ক'রে কবে মোরে
উঠবে নেচে ভূমা ॥

১৫৩

আমার ঘুমের দুয়ার খুলে

কে এলো গহন অন্ধকারে,

হৃদয়-বীণা বাজিয়ে গেল

এমন গভীর ঝংকারে॥

দেখি না কিছু আঁধার-তলে,

ভাসিয়ে গেল নয়ন-জলে,

দখিন-বায়ু আকুল হয়ে

বহিল বিজন-ঘরের দ্বারে॥

ব্যাকুল হয়ে কেন যে প্রহর গনি,

বাজিছে কানে সেই সুরের প্রতিধ্বনি।

কিসের আশে রয়েছি বসি,

তারার হাসি পড়িছে খসি,

না-জানি কারে যে সাজাতে চাই

আমার ব্যথার মণিহারে॥

১৫৪

ভুলে কেন এই তিমিরে

ঘোরাও কত ছলে,

সময় হলে ডেকো মোরে

রাঙা পদতলে॥

কাজের মাঝে আছে অনেক ভুল,

ফুটবে কবে আমার গানের ফুল,

ধীরে ধীরে ঢেকো মোরে

আলোর শতদলে॥

অন্ধকারে আছি যে গো একা,
স্বপ্নে তবে দিয়ো মোরে দেখা।

ডাকার মতো ডাকতে নাহি জানি,
মানস-বনে ছড়িয়ে দিয়ো বাণী,
দিবা-শেষে ভাসি যেন
শান্তিসুধাজলে॥

১৫৫

ভোরের পাখি উঠল ডাকি
বনের মাঝে কোন্‌খানে,
প্রভাত-বায়ু আকুল হয়ে
ছুটছে বুঝি তারই পানে॥

কতই ছলে গাইছে মিলন-সুরে,
সেই ধ্বনি যে শুনি হৃদয়-পুরে,
আমায় সে যে দেয় না ধরা
পালায় যেন কিসের টানে॥

আলো-ধারা যাচ্ছে কোথা বয়ে,
পাখা দুটি উঠল রাঙা হয়ে।

দোঁহার মাঝে কেন এত ব্যবধান,
এক নিমিষে কেন হয় না অবসান,
হরষে এসে চরণ দুটি
দোলে না কেন আমার প্রাণে॥

১৫৬

আজকে কেন ডাক দিয়েছো নিশীথ-স্বপনে,
সেদিন কেন দিলে না সাড়া হৃদয়-গোপনে

যখন ভাবি এবার হবো পার,
দুখের কোলে দুলবো না তো আর,
তখন দেখি লুকিয়ে আছো তিমির-গহনে ॥

আবার এসে দাও যে বাঁধন খুলে,
আপন মনে নাচো বিজন-কূলে ॥

মনে ভাবি বুঝি দেবে দেখা,
মুছে দেবে অশ্রুজল-রেখা,
দু'বাহু তুলে দাঁড়াবে হেসে বুকের বেদনে ॥

১৫৭

ঝড়ের রাতে কে চলে রে,
এমন মিলন-সাজে,
বন্দী হয়ে আছি আমি
রুদ্ধ ঘরের মাঝে ॥

চলেছে সে যে গহন অন্ধকারে,
কিসের রাগিণী বাজিছে চারিধারে,
না ওঠে ভাসি শশীর হাসি
রজনী মরে লাজে ॥

চৌদিকে মোর তরুর মেলা,
বায়ু ভরে করে কত খেলা ॥

কিসের খোঁজে চলেছে হেলা ভরে,
মেঘের সুধা পড়বে বুঝি ঝরে,
নীরব সুরে হৃদয়-মাঝে
ব্যথার বাঁশি বাজে ॥

১৫৮

ওরে, ক্ষুদ্র আমি করবো কেন ভয়,
দৈন্য দিয়ে ঢাকবো পরাজয় ॥

বুকের মাঝে ফুলের রাঙা-হাসি,
দখিন-বায়ে কোথায় যায় ভাসি,
গন্ধ খানি করবে কে রে ক্ষয়॥

পবন মোরে দেয় না সোহাগ-দোল,
ভ্রমর ভোলে তুলতে মৃদু-রোল।

ফুলের মতো নেইকো আমার প্রাণ,
ফুরায়নি তো ব্যাকুল চোখের গান
নিত্য সুরে বাজবো ভুবনময়॥

১৫৯

ওরে, এসেছি এ কোন্ দেশে।
সোনার হরিণ ধরতে গিয়ে
নাকাল হলেম শেষে॥

সকালবেলা কাটিল যে রে
ধুলো-খেলা খেলে,
বিকেল কেন কাটিল আমার
চোখের জল ফেলে,
কাছের মানুষ কে আছে আজ
আসবে ভালবেসে॥

ক্ষণিক তরে থামবে পথের 'পরে
সৌরভে তাঁর আঁচল দেবে ভরে॥
সকালবেলায় হয়নি ফুল তোলা
সাঁঝের বাতাস দিচ্ছে কেন দোলা,
নীল-আকাশে উঠল কারা
চপল-হাসি হেসে॥

১৬০

বৃন্ত হতে ছিন্ন করে এনেছি কুসুমখানি,
রাঙা-বরণ চরণতলে লও গো এবার টানি॥

বাতাস এসে দেবে তখন দোল,
দিনের শেষে পাবে তোমার কোল,
হৃদয়-কূলে ছড়িয়ে যাবে অমিয়-মধুর বাণী॥

এই বেদনে যে ফুল ওঠে ফুটে,
সেই খানেতে গন্ধ এসে লুটে।
সেই সাহসে এসেছি পদমূলে,
আপন-হাতে নেবে কখন্ তুলে,
তুলিয়ে দিয়ে ভুলিয়ে দেবে তুচ্ছ দিনের গ্লানি

১৬১

এই তো আছি এই তো নাই কেবল আসা-যাওয়া।
হ'ল রে মিছে তরণীখানা অকূল নীরে বাওয়া॥

উঠেছি মেতে ঢেউয়ের কোলাহলে,
তোমায় ভুলে নামি যে রসাতলে,
কাটিল বেলা শেষ হ'ল না আমার গান গাওয়া॥

পথ হারায়ে যখন মরি লাজে,
পথের বাঁশি বাজে বুকের মাঝে।
খেলা ভোলার সময় এলো বুঝি,
দুয়ার খুলে কারে তখন খুঁজি.
আকুল হয়ে ব্যাকুল প্রাণে হয়নি তারে চাওয়া॥

প্রথম ছত্রের সূচী

শুদ্ধ-সূচী

পৃষ্ঠা	গান	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৫	দুযারে	দুধাবে
১৬	২৯	ব্যাথার	ব্যথার
৩১	৫৬	শয়ানে	শয়নে
৫৩	৯১	মননে	মনকে
৭৫	৯৬	মনের	মানেব
৯২	১০৭	তাদের	তোদের